Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/242
1:3
2/242

স্বামী

নিখিলানন্দ সরস্বতী

জীবনী ও উপদেশ

শ্রীগীতানন্দ সরস্বতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1|195

স্বামী

নিখিলানন্দ সরস্বতী

জীবনী ও উপদেশ

শ্রীগীতানন্দ সরস্বতী

স্বামী নিখিলানন্দ বেদান্ত আশ্রম
২১/৪ রাণা মহল্ল
বারাণসী

মূল্য এক টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1|195

ভূমিকা

শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী আমার অভিন্নাত্মা ছিলেন। আজ ১৩৬৬ সালের ২রা ফাল্গুন তাঁর ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভের দশম বার্ষিক স্মৃতি-সভার তিথিতে তাঁর "জীবনী ও উপদেশ" প্রকাশিত হ'তে দেখে বড়ই আনন্দ। স্বামীজীর ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ জগতে অল্পই আবির্ভূত হন। মহাপুরুষের জীবন পরার্থে উৎসর্গীকৃত। তিনি জীবনে কৃতকৃত্য। তাঁর এই সংসারে নিজের কোনই কার্য্য নাই। তাঁর মুখ থেকে যে কথাগুলি নির্গত হয়েছে প্রত্যেকটী মানুষের জীবন সুখময় করতে পরম মূল্যবান। তিনি আধ্যাত্মিক উপদেশও দিয়েছেন, আবার সামাজিক, পারিবারিক, শারীরিক প্রভৃতি লৌকিক উপদেশও দিয়েছেন। অধিকারী-ভেদে যাঁর যে উপদেশ ভাল লাগবে তিনি সেইটি গ্রহণ করুন, আনন্দ পাবেন, জীবন কৃতকৃত্য হবে। তবে আমি বলি স্বামীজীর আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির গ্রহণ করা উচিত। এই উপদেশগুলি সংক্ষিপ্ত হ'লেও স্পষ্ট। যিনি বেদান্তের বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে চান তিনি উপনিষদ, পঞ্চদশী, গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করুন। আজকাল ঐ সকল শাস্ত্রের ভাল বাংলা ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীজীর উপদেশ-বাণীগুলি শ্রীগীতানন্দ সরস্বতী সংক্ষেপে লিখে রেখেছিলেন। তার মধ্য থেকে কতকগুলি বেছে বেছে এই পুস্তকে প্রকাশ করা হ'লো। যদি তাঁর শিষ্য, প্রশিষ্য, ভক্ত ও অন্যান্য সুধীজন এই গ্রন্থ পাঠ ক'রে আনন্দ পান ও আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে আগামী সংস্করণে স্বামীজীর আরও অনেক উপযোগী উপদেশ প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করা যাবে।

৪৩/১৭ নং সদানন্দ বাজার
বারাণসী।

শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1)195

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

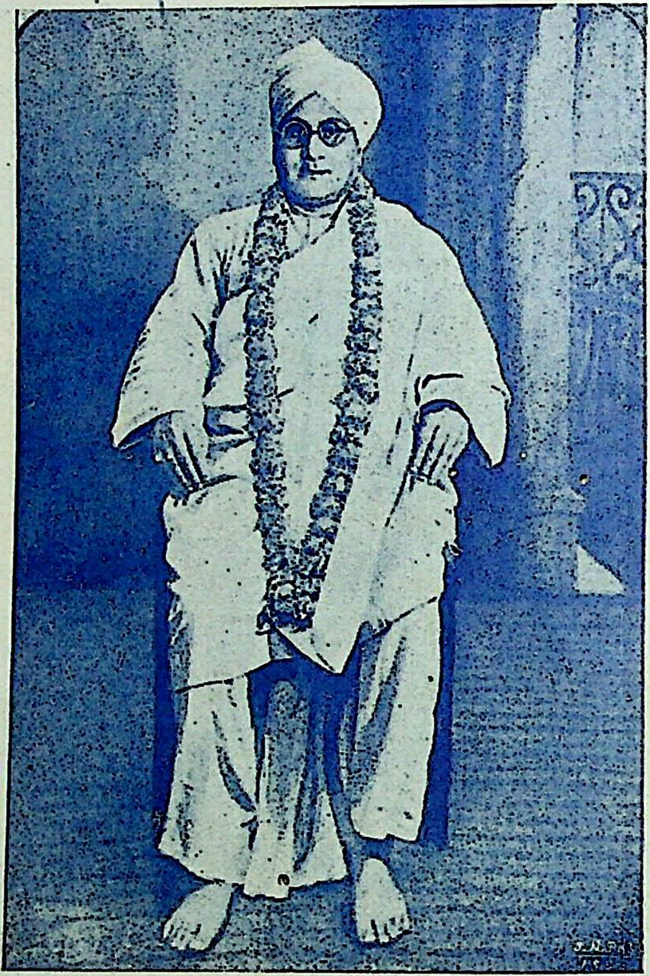

স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরবে নমঃ। 1/19/-

স্বামী

নিখিলানন্দ সরস্বতী

জীবনী ও উপদেশ

আজ যাঁকে স্মরণ করে' আমি এই পুস্তক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি তাঁর জীবনী সম্বন্ধে যৎসামান্য আমি জানি সেই টুকুই আমি বলছি। আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব, শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে কি নামে পরিচিত ছিলেন তা কখনও আমাদের বলেন নি। তবে তিনি জমিদারের ঘরে মুখোপাধ্যায় বংশে ২৪ পরগনার বারাসত অঞ্চলে জন্মেছিলেন, একথা তাঁর মুখে শুনেছি। তিনি মায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁর বাল্যকালেই দেহত্যাগ করেন। মা তাঁকে খুব আদরের সহিত প্রতিপালন করেন। ছেলেবেলায় মার কাছে ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তের গল্প শুনে এবং বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের "ভক্তিযোগ" শ্রীম-কথিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" শিশির ঘোষের "অমিয় নিমাই চরিত" প্রভৃতি ভক্তিমূলক গ্রন্থ পাঠে তাঁর মধ্যে ভক্তিভাবের উদয় হয়।

তখনকার সময়ের নিয়মানুসারে তাঁর শিক্ষা ইংরেজী স্কুলেই আরম্ভ হয়। এণ্ট্রান্স ও আই এ পাশ ক'রে বি এ পড়বার সময়, একবার তাঁর বড় দাদা তাঁদের জমিদারিতে তাঁকে খাজনা আদায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবার জন্য সঙ্গে নিয়ে যান। ঐ সময় খাজনা দিতে না পারায় প্রজাদের উপর অত্যন্ত অন্যায় অত্যাচার দেখে তাঁর মনে হলো যে এই ভাবে গরিব প্রজাদের উৎপীড়ন করে অর্থ উপার্জন করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ। ঐ দিন হ'তেই তাঁর বিশেষ ভাবে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। এর পর হ'তে তিনি মাঝে মাঝে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু মায়ের স্নেহ মনে পড়ায় আবার ঘরে ফিরে আসতেন। পড়া শুনায় বা গৃহ-কার্য্যে আর তাঁর মন বস্‌তো না। তিনি সব সময় ভগবানের চিন্তায় বিভোর হ'য়ে থাকতেন। মনে বৈরাগ্যের ভাব প্রবল হওয়ায় এক দিন মধ্যরাত্রে কাউকে কিছু না বলে জন্মের মত গৃহত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন। এক বস্ত্র সম্বল। একটী পয়সা পর্যন্ত সঙ্গে নেই। পায়ে হেঁটে অনাহারে অর্দ্ধাহারে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত এসে তিনি অতিশয় ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন। পথের ধারে একজন লোক ইঁদারা হ'তে জল তুলছিল। তার কাছ থেকে হাতে ক'রে খানিকটা জল খেয়ে ক্লান্তিতে অবসন্ন হ'য়ে সেই খানেই শুয়ে পড়লেন এবং মনে মনে ভগবানের চিন্তা করতে লাগলেন যে—'ঠাকুর যদি তোমার দেখা পাই তবেই জীবন ধন্য, নতুবা এ শরীরে কি হবে ?'

কিছু ক্ষণ পরে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন। পথে এক জন লোক তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখে ডাকলো এবং বললো—"আমার সঙ্গে আসুন।" তখন তিনি ঐ লোকের সঙ্গে গেলেন। সে লোকটি বললো—"আমরা ব্রাহ্মণ, যদি আপত্তি না থাকে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ভাবলেন, ভগবান যেন নিজে এসে দয়া করছেন। সে দিন সেখানে আহারাদি ক'রে শুয়ে রইলেন, পরদিন আবার হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

কয়েক দিন পরে তিনি কটকে যান। সেখানে স্বামী ভবানন্দ গিরির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্য্য দেন এবং ২ বৎসর নিজের কাছে রেখে কঠোর ব্রহ্মচারী ক'রে তোলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মন টিকলো না। কটক ছেড়ে তিনি পুরীতে গেলেন। কয়েক দিন সেখানে থেকে আবার অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণপ্রেমে তখন এত বিভোর যে সব সময় 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' করেন আর সর্ব্ব সময় কৃষ্ণরূপ দেখেন। এই রূপ তন্ময় ভাবে তিনি বৃন্দাবন, দ্বারিকা প্রভৃতি অনেক তীর্থ দর্শন করে অবশেষে হৃষীকেশে যান। ঐ স্থানে এক ধর্ম্মশালায় থাকার সময় সেখানে একজন ধনী লোক তাঁকে দেখে অতিশয় ভক্তির সহিত তাঁর সেবা করেন এবং তাঁকে নিয়ে কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, উত্তর কাশী, গঙ্গোত্তরী প্রভৃতি দর্শন করিয়ে আনেন। তারপর তিনি আরও নানা স্থান ঘুরে জয়পুরে যান। জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সংসার সেনের প্রাইভেট সেক্রেটারী সত্যেন বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সত্যেন বাবু তাঁকে দেখে তাঁর তপস্যাক্লিষ্ট দেহে ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হ'য়ে নিজের বাসায় নিয়ে যান। সত্যেন বাবু পরম ধার্মিক, অবিবাহিত, একাকীই থাকতেন। দু'জনে ধর্ম্ম-তত্ত্বের আলোচনায় এক এক দিন সারা রাত্রি কেটে যেত। চাকর ভোরে এসে যখন দরজায় ধাক্কা দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকত তাঁদের খেয়াল হ'তো। দুজনে এত ভালবাসা হয়েছিল যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধু। একে অপরকে না দেখে এক দণ্ডও থাক্‌তে পারতেন না। জয়পুর রাজার লাইব্রেরীতে যত ধর্ম্মপুস্তক ছিল গুরুদেব প্রায় সে সবগুলিই পড়ে ফেলেছিলেন। উপনিষদ, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতি প'ড়ে তাঁর দ্বৈতভাবের নাশ হ'য়ে অদ্বৈত ভাবের বিকাশ হয়। এই সময় তাঁর অন্যত্র যাবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু সত্যেন বাবু কিছুতেই ছাড়তে চান না। তখন গুরুদেব চিন্তা করতে লাগলেন যে, সত্যন বাবুর এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা ছাড়িয়ে কি ভাবে যাবেন। ঐ দিনই তাঁর খুব জ্বর হয়। দু'দিন বেহুঁস ছিলেন। তারপর গায়ে বসন্ত বেরোয়। সেখানে এক মাস শয্যাশায়ী থাকেন। ঐ সময় সত্যেন বাবু প্রাণ দিয়ে গুরুদেবের সেবা সুশ্রূষা করেছিলেন। সত্যেন বাবুর সেবায় ও যত্নে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হন। সত্যেন বাবুর সেই অপার্থিব ভালবাসা তাঁর চির দিন স্মরণ ছিল। এই কাশীতে সত্যেনের কথা যখনই বলতেন ভাবে গদগদ হ'য়ে যেতেন। এই জয়পুরে থাকার সময় পরমহংস সোঽহং স্বামীর সঙ্গে গুরুদেবের সাক্ষাৎ হয়। সোঽহং স্বামী তখন হিমালয় হ'তে জয়পুরে রাজ-লাইব্রেরীতে শাস্ত্রাধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। জীব, ব্রহ্ম, জগৎ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে তখন অনেক আলোচনা হ'ত। পরবর্ত্তী জীবনে সোঽহং স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই গুরুদেব তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করতেন।

প্রায় দেড় বছর জয়পুরে বাসের পর গুরুদেব এক দিন লুকিয়ে সত্যেনের বাসা ছেড়ে চ'লে যান। আবার হাঁটা আরম্ভ হয়। কয়েক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাস পরে তিনি কাশ্মীর পৌঁছেন। ঐ স্থানে পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময় উক্ত স্বামীজী সর্বত্র সমাদৃত শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসী ছিলেন। গুরুদেবকে তিনি পরম স্নেহের সহিত নিজের কাছে রাখেন এবং কিছু দিন পরে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেন।

এই সময় তাঁর নাম শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী হয়। পরম তত্ত্বজ্ঞ গুরুর উপদেশে গুরুদেব নিখিল বিশ্ব হ'তে আনন্দ উপলব্ধি করতে অভ্যস্ত হন। তাঁর সবই আনন্দময়। যখন তিনি "আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" *—এই শ্রুতিমন্ত্র ব্যাখ্যা করতেন তখন আনন্দে গদগদ হ'য়ে যেতেন। কয়েক বছর গুরুর কাছে থেকে সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুদেব তপস্যার জন্য পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের চাম্বা পাহাড়ের নির্জন গিরিগুহায় যান এবং ১৪ বৎসর সেখানে তপস্যা করেন। দুর্গম পথে অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর যে কত কষ্ট সহ্য করতে হ'য়েছিল তার সীমা নাই। কত দিন বাঘের মুখে পড়েও রক্ষা পেয়েছেন। ঐ রূপ বহু বিপদ সামনে এসেছে। অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, সামনের ও পেছনের পাহাড় ভেঙে পড়ায় উত্তর দিকের রাস্তা বন্ধ হ'য়ে গেছে, জল-স্রোতে উপরে ওঠবার যো নেই, নিচের দিকে বহু দূরে পার্ব্বত্য নদীর ভীষণ গর্জন, একটু পদস্খলন হ'লেই মৃত্যু। ঐরূপ দুর্যোগের

---

* আনন্দ হ'তে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়, আনন্দে জাত জীব জীবিত থাকে এবং আনন্দেই প্রবিষ্ট হ'য়ে লীন হ'য়ে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে তাঁকে বহু দিন কাটাতে হয়েছে। তারপর বৃষ্টি ধরলে রাস্তা পরিষ্কার হ'লে অতি কষ্টে ঐ স্থান হ'তে বের হতে পেরেছেন। তাঁর মনে তখন এত শক্তি যে কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

সেই মনের শক্তিকে টলাতে পারে এমন কোন বস্তু জগতে নেই। চাম্বা পাহাড়ের পাহাড়ীরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত। কিন্তু লোকালয়ের কাছে তিনি বেশী দিন থাকেন নি। দূরে পাহাড়ের নির্জন গুহায় আশ্রয় নিয়ে তিনি সর্ব্বদা ধ্যান ধারণায় ডুবে থাকতেন। গীতায় যে ভগবান বলেছেন "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"--যে ব্যক্তি অনন্য মনে আমার ধ্যানে মগ্ন থাকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি আমি বহন ক'রে এনে দিয়ে থাকি—এই কথার সত্যতা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যই যেন তিনি লোকালয় হ'তে বহু দূরে একান্তে নির্জন স্থানে সম্বল-শূন্য অবস্থায় তপস্যায় বসে গেলেন। খাবার ঠিক আসতে লাগলো। রুচিকর না হ'লেও শরীর ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। ঐ বরফের দেশে লোকেরা ভেড়ার দুধের দই থেকে মাখন টেনে ঘোল তৈরী করে রাখত। তা ৪।৬ মাস থাকতো, নষ্ট হ'তো না। ভুট্টার রুটী আর ঐ ঘোল খেয়ে গুরুদেব কম্বলের আসনে আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

১৪ বৎসর এইরূপ তপস্যা করায় তাঁর শরীর শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু গায়ের রং হ'য়েছিল তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। ঐ স্থানে আত্মার অপরোক্ষ অনুভব প্রাপ্ত হ'য়ে বুদ্ধত্ব লাভ করে গুরুদেব লোক-কল্যাণের জন্য পাহাড় হ'তে নেমে আসেন। পাঞ্জাব হ'য়ে তিনি প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় আসেন। মণ্ডলেশ্বর শ্রীস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয়েন্দ্রপুরীজী তাঁকে সঙ্গে করে কাশী নিয়ে আসেন। কাশীতে এসে স্বামীজী প্রথমে গঙ্গার ধারে রাণা মহলের বাড়ীতে কিছু দিন বাস করেছিলেন। পরে লক্ষ্মীকুণ্ডের বাড়ীতে তাঁর শিষ্য নিয়ে যায়।

তিনি ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে যে দিন কাশীতে আসেন সেই দিন বিকেলে গঙ্গাতীরে অহল্যা বাঈ ঘাটে বেড়াবার সময় কাশীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় গুরুদেবের অপূর্ব্ব কান্তিযুক্ত রূপ দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হন এবং তাঁকে পরদিন ভোজনের জন্য নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনেক বার শুনেছি—এমন রূপলাবণ্য, এমন ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতি তিনি পূর্বে কখনো কারো মুখে দেখেন নি। ঐ দিন হ'তে দু'জনের মধ্যে অতিশয় হৃদ্যতা জন্মে। দু'জনের জীবনের ঘটনাবলি প্রায় একই রূপ—বাল্যে কৃষ্ণভক্তি, যৌবনের আরম্ভে গৃহত্যাগ, নানা তীর্থ পর্যটন, নির্জন অরণ্যে তপস্যা, হিমাচ্ছাদিত হিমালয়-শৃঙ্গে বদরিকাশ্রম প্রভৃতি দুর্গম পার্বত্য তীর্থে গমন, বেদবেদান্ত অধ্যয়ন, পরে আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা। এই পার্থিব জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত গুরুদেবের শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে অতি অপূর্ব্ব অন্তরঙ্গ মিলন ছিল। উভয়ে উভয়ের প্রসঙ্গ উঠলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। উভয়ের মিলনের বহু পূর্ব্বে ঘটনাচক্রে গুরুদেবের গুরুদেব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের সঙ্গে কাশীতে শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই হ'তে ব্রহ্মানন্দজীর কাছ থেকে শাস্ত্রী মহাশয় পুত্রাধিক স্নেহ পান এবং ব্রহ্মবিদ্যার বিবিধ উপদেশ লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উভয়ের যে একই গুরু তা কেউ কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে এ কথা শুনেছি। আমার মনে হয়, মহামূল্য রত্ন পেলে মানুষ যেমন গৃহাভ্যন্তরে সিন্দুক-বাক্সে লুকিয়ে রাখে সেইরূপ এঁরা দুজনেই গুরুদত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞান অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুকিয়ে রেখে রসময়ের আনন্দরসে নিরন্তর আপ্লুত থাকতেই ভালবাসতেন।

গুরুদেবের তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ শুনে কাশী, কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে এবং এলাহাবাদ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি বহু প্রদেশে তাঁর খুবই সম্মান ছিল। বহু লোক তাঁর উপদেশে শান্তি লাভ করেছেন। তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁকে দেখলেই মনে হ'তো যেন কত আপনার জন। মনে একটু সঙ্কোচ হ'তো না। তখন তিনি অদ্বৈতজ্ঞানে পূর্ণ। চেহারা হ'তে ব্রহ্ম-জ্যোতি ফুটে বেরুত।

এই জগৎ অনিত্য, আর, আত্মা নিত্য, সত্য, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এঁকে জানলে জীব মাত্রেই এই ঘোর সংসার-দুঃখ হ'তে মুক্ত হ'তে পারে—এই কথা গুরুদেব সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কত যুক্তি কত শাস্ত্রবাক্য বলতেন তার সীমা-সংখ্যা নেই।

সমগ্র গীতা, পঞ্চদশী, উপনিষদ, এবং বেদান্ত শাস্ত্র তাঁর মুখস্থ ছিল। এত প্রতিভা ছিল যে, যা একবার শুনতেন বা পড়তেন তা কখনও বিস্মৃত হতেন না। বহুদিন পরেও তা অবিকল বলতে পারতেন।

CC0. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন যে তুমি অসঙ্গ চৈতন্য, তোমার সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই। কেবল অজ্ঞান বশত মনের বিকারকে নিজের উপর আরোপ ক'রে নিজে সুখী বা দুঃখী হচ্ছো। আত্মা দেহ-ইন্দ্রিয়-মন হ'তে পৃথক, সূক্ষ্ম, নিরাকার, নির্ব্বিকার ও সর্ব্বব্যাপক। সকল প্রাণীর মধ্যে এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে একই আত্মা বিরাজমান। শ্রুতি (কঠোপনিষদ) বলেন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

যেরূপ একই তেজ সমগ্র ভুবনে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু কাঠ, কয়লা, মেঘ প্রভৃতিতে বিভিন্ন রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা এক, কিন্তু মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হ'য়েও শরীরের বাইরেও বিদ্যমান।

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থানেই সূক্ষ্মরূপে তেজতত্ত্ব বিদ্যমান। তা' উপলব্ধি করা যায় না। যখন কাষ্ঠাদিতে প্রকাশ পায় তখনি প্রত্যক্ষ হয়, আর লোকে ঐ অগ্নিগুলিকে পৃথক পৃথক মনে করে। আত্মাও সেইরূপ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র বিরাজমান। মানুষ, পশু প্রভৃতির অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশ পেলেই দেখতে পাওয়া যায়। জীবের অন্তঃকরণ ক্ষুদ্র ও পৃথক পৃথক, এই জন্য তারা পরস্পরকে পৃথক মনে করে। অন্তঃকরণে সেই সূক্ষ্ম চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। দর্পণে বা জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়লে তা' যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করতে পারে না সেইরূপ অন্তঃকরণস্থ আত্মার প্রতিবিম্ব আত্মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং তারা সকলে যে এক তাও বুঝতে পারে না। যদি কোনো ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে, মানসিক ইচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে অন্তর্মুখে আত্মার দিকে মন রাখতে অভ্যাস করেন তবে তাঁর কাছে আত্মা নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করেন অর্থাৎ তখন তিনি বুঝতে পারেন আত্মারূপে আমি সকলের মধ্যে বিদ্যমান। সুখ-দুঃখ ইচ্ছা-দ্বেষ কাম-ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তি মনেরই ধর্ম। আত্মাতে কোনো সুখ-দুঃখের স্পর্শ হয় না সুতরাং আত্মাতে মন স্থাপিত রাখলে সুখ-দুঃখ হ'তে মানুষ চিরতরে মুক্ত হ'য়ে যায়। এরই নাম জীবন্মুক্তি।

"অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ"—(গীতা)

এমন কথা বলবে যা লোকের হিতকর, সত্য ও প্রিয় হয়। কাউকে আঘাত করে, কারো মনঃকষ্টের কারণ হয় এরূপ বাক্য বলবে না। কাউকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে না, নিজের বিদ্যা বুদ্ধির গৌরব করবে না। এই আত্মজ্ঞানের সকলেই অধিকারী। ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শূদ্র, ও অতি শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। তবে যোগ্য হওয়া চাই।

ভগবান গীতায় বলেছেন--

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

স্ত্রী বৈশ্য, শূদ্র অথবা নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও যদি আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ আত্মার শরণাপন্ন হয় তবে মুক্তি লাভ করতে পারে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন—

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥

অর্থাৎ—আত্মা স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়, নপুংসকও নয়। যে সময় যেরূপ শরীর গ্রহণ করেন তখন সেই শরীরের উপর অভিমান হওয়ায় জীব যেন সুখী দুঃখী হয়েছে বলে মনে হয়। যথার্থতঃ জীবমাত্রের আত্মা মুক্ত। আমিই সেই আত্মা।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষের * বিচার ক'রে এবং স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিন শরীরের

---

* তরবারির খাপকে কোষ বলা হয়। তরবারি যেমন খাপের মধ্যে থাকে সেইরূপ আত্মার পাঁচটি কোষ কল্পনা করা হ'য়েছে। অন্নপুষ্ট এই স্থূল শরীর অন্নময় কোষ, তার ভিতর প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটি প্রাণবায়ু এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই সূক্ষ্ম শক্তিরূপ পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় মিলিত অবস্থায় প্রাণময় কোষ, উক্ত পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও মন যুক্ত মনোময় কোষ, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই সূক্ষ্ম শক্তিরূপ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির সহিত মিলে বিজ্ঞানময় কোষ, তার পর সকলের অভ্যন্তরে সুষুপ্তি কালের অন্তশ্চেতনারূপ অজ্ঞানযুক্ত আনন্দময় কোষ অবস্থিত।

এই পাঁচ কোষ কল্পনার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলিকে আমরা বুদ্ধিবিচারে বুঝতে পারি। নেতি নেতি, ন ইতি ন ইতি, ইহা নয়, ইহা নয়, এইরূপ বিচারে কোষগুলিকে বাদ দিলে পরম সূক্ষ্ম সচ্চিদানন্দ আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার* করে এই আত্মার নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব জানা যায়। এই ভাবে তিনি সবাইকেই সমভাবে উপদেশ দিতেন। শিষ্য ভক্ত বা অন্য যে কেউ প্রশ্ন করলেই তিনি আপন সন্তানের মত স্নেহে উপদেশ দিতেন। দেশ বিদেশের বহু লোক তাঁর উপদেশ পেয়ে ধন্য হয়ে গেছেন। একদিন বল্‌লেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

গীতায় ভগবান্ বলেছেন—যাবতীয় মনোধর্ম্ম আসক্তি, বিরক্তি, ইচ্ছা, অনিচ্ছা ত্যাগ করে আমিই যে আত্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দস্বরূপ যখন জানা হবে তখন সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য হ'তে মনই মুক্ত হবে। বন্ধন বা মুক্তি মনেরই, আত্মার নয়।

আত্মার বন্ধনও নেই মুক্তিও নেই। একমাত্র ভ্রান্তি বশতঃ বন্ধন মেনে নিয়ে আমরা মুক্তির জন্য চেষ্টা করি।

আর এক বার বল্‌লেন ব্যবহার ক্ষেত্রে এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখবে—

যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ।

অর্থাৎ—তোমার দ্বারা কারো যেন কোনো প্রকার উদ্বেগ বা

---

* অন্য বিচারে উক্ত পাঁচ কোষকে তিন শরীররূপে কল্পনা করা হয়েছে। অন্নময় কোষ স্থূল শরীর, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোষের সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর এবং আনন্দময় কোষ কারণ শরীর। এই শরীরত্রয়কে বাদ দিয়ে সাক্ষী স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করাই উদ্দেশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কষ্ট না হয়। কোনো লোককে বাক্যের দ্বারা বা অন্য কোনো প্রকার ব্যবহার দ্বারা দুঃখ দিবে না। আত্ম-দৃষ্টিতে সবাইকে এক জেনে সকলের সঙ্গেই অভিমান-শূন্য ভাবে সরল ব্যবহার করবে।

কোনো প্রাণীকে দুঃখ দেওয়ার নামই হিংসা। হিংসা তিন রকম—শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক। অপর জীবকে প্রহার করা বা হত্যা করা শারীরিক হিংসা, বাক্যের দ্বারা অপরের হৃদয়কে আহত করা বাচনিক হিংসা এবং মনে মনে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা মানসিক হিংসা। হিংসা পাপ, তাই হিংসাকারীকে দুঃখ পেতে হয়। যিনি জীবনে সুখ কামনা করেন তিনি কাউকে হিংসা করতে পারেন না। শারীরিক ও বাচনিক হিংসার মূলে মানসিক হিংসা নিহিত থাকে। আজকাল সভ্য সমাজে শারীরিক হিংসা নেই বললেই চলে। মানসিক হিংসার ভাব যদি লোকের মনে মনেই থেকে যায়, কার্যরূপে পরিণত না হয় তাতে জগতের কোনো অনিষ্ট হয় না। কিন্তু বাচনিক হিংসায় সংসার জর্জরিত। এমন ঘর নেই যেখানে একে অপরকে কটু কথা ব'লে, তিরস্কার, নিন্দা বা গালাগালি ক'রে কষ্ট না দেয়, আর তারি জন্যে সংসার দুঃখে পরিপূর্ণ। রোগ-শোকের দুঃখ আর কতটুকু? সংসারের পনেরো আনা দুঃখই বাচনিক হিংসার ফল। লোকে যদি কাউকে কটু কথা না বলে, নিন্দা বা তিরস্কার না করে, তবে এই সংসার স্বর্গতুল্য সুখময় হ'তে পারে।

একদিন কলকাতার এক শিষ্য গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—চিত্ত-শুদ্ধি কিরূপে হয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেব উত্তর দিলেন—চিত্ত জ্ঞান-স্বরূপ। তাতে অশুদ্ধি বা মলিনতা অজ্ঞান থেকেই হয়। দর্পণে বা স্ফটিকে তেল কালি আলকাতরা প্রভৃতি স্থূল ময়লা লাগলে তাকে সাবান বা সোডা ঘর্ষণরূপ কর্ম দ্বারা নির্মল করা যায়। চিত্ত যদি ঐরূপ স্থূল বস্তু হ'তো তাহলে সন্ধ্যা-পূজা, যাগ-যজ্ঞ স্নান-দান প্রভৃতি কর্ম দ্বারা ঘষে শুদ্ধ করা যেতো। অন্ধকার দূর ক'রতে হ'লে যেমন আলোর প্রয়োজন সেইরূপ চিত্তের অজ্ঞান দূর করবার জন্য জ্ঞান আবশ্যক। আত্মার জ্ঞানকেই যথার্থ জ্ঞান বলা হয়, অন্য সাংসারিক জ্ঞান অজ্ঞানের সমতুল্য। সাংসারিক জ্ঞান যতই পরিমার্জিত হোক না কেন চিত্তের কাম-ক্রোধাদি মলিনতা তাতে দূর হ'তে পারে না। সুতরাং চিত্তও নির্মল হয় না। আমি আত্মা, সর্বব্যাপক, শুদ্ধ চৈতন্য এই জ্ঞান উৎপন্ন হ'লে সংসারের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ ছিন্ন হ'য়ে যায়। সুতরাং তখন চিত্তে আর কোনো প্রকার মলিনতা থাকতে পারে না। এই জন্যে আমি বার বার বলি যে তোমরা চিত্তকে নির্মল রাখতে হ'লে নিরন্তর আত্মার অনুশীলন কর। চিত্ত আত্মাভিমুখী থাকলে তাতে জাগতিক মলিনতা স্পর্শও করতে পারে না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯.৩৪ ॥

"আত্মাতে মন রাখ, আমার প্রতি ভক্তিমান হও, আমার নিমিত্ত সব কাজ কর, আমাকে নমস্কার কর অর্থাৎ আমার অভিমুখী হও—এইরূপ মৎপরায়ণ হ'য়ে আমাতে যুক্ত হ'লে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মারূপ আমাকেই প্রাপ্ত হ'বে।" গীতায় অহং, মম, মাং, মৎ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা আত্মাকেই লক্ষ্য করা হ'য়েছে, শ্রীকৃষ্ণ-শরীরকে নয়। বরং তিনি অন্যত্র বলেছেন—অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্—মূঢ়েরাই আমাকে মানুষী তনু আশ্রয়ী ব'লে মনে করে, তাতে আমাকে অবজ্ঞাই করা হয়।

ভক্তি মানে কোনো কল্পিত মূর্ত্তির জন্য আকুলি-বিকুলি নয়। আত্মানুসারিণী বুদ্ধিঃ ভক্তিরিত্যভিধীয়তে—আত্মার দিকে অভিমুখী অত্যন্ত আগ্রহকে ভক্তি বলা হয়।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

অর্থাৎ, জ্ঞানীগণের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একটি মাত্র—সর্বদা চিত্তকে অন্তর্মুখী ক'রে আত্মাতে নিবিষ্ট রাখা। আর অজ্ঞানীদের বুদ্ধি বহু-শাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত। যারা নানা রূপ মূর্ত্তি-পূজা, দান-ধ্যান, ব্রত-উপবাস, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি বহু প্রকার উপদেশ দেয় তারা গীতার মতে অজ্ঞানী। কারণ, তাদের বুদ্ধি যে কত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত তার সীমা সংখ্যা করা যায় না; কিন্তু জ্ঞানীদের এক-বুদ্ধিতে কোনো শাখা-প্রশাখা নেই, তা' ধীর স্থির শান্ত, যেন সমস্ত সৃষ্টি সেই এক আত্মায় বিলীন হ'য়ে গেছে।

এই আত্মজ্ঞান হ'লে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ'—চিত্তের সংসার-বন্ধন খুলে যায়, তখন জ্ঞানী যদি সাংসারিক কার্য্যে সংলগ্নও হন তবে এই মিথ্যা জগতের মোহ-মায়া তাঁকে আবিষ্ট করতে পারে না। এই জন্যই আমি বলি, যদি চিত্ত শুদ্ধ করতে চাও তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্গুরুর নিকট আত্মজ্ঞানের কথা শুনে ও মনন করে আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে যাও।'

পরমহংস সোঽহং স্বামীজী তাঁর "সোঽহং গীতা' কবিতা পুস্তকে লিখেছেন—

হইলেও শতক্রতু থাকে চিত্তমল।

ক্রতু মানে যজ্ঞ। শত বার পৃথিবী জয় ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ফলে নাকি ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। এত কর্ম্ম ক'রেও চিত্তে ময়লা থেকে যায়। তার প্রমাণ ইন্দ্রের অহল্যা-হরণ।

এই সময় গুরুদেবের আজ্ঞায় আমি গান গাইলাম—

সাধন-সঙ্গীত

সুর, রাগিণী সুরট মল্লার, তাল ঝাঁপ।

চিত্ত শুদ্ধ কর আগে আত্মজ্ঞান (রূপ) তীর্থ-স্নানে।
শুদ্ধচেতা না হইলে, কি হবে তপ জপ-ধ্যানে ॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যমেব চ।
এতে মনসি বর্ত্তন্তে, ন শুদ্ধং বাহ্যকর্ম্মণি,
পঞ্চ-তত্ত্ব হ'লে শুদ্ধ (ঐ) রিপুগণ হইবে বাধ্য।
(তুমি) আত্মতত্ত্বে হ'য়ে বুদ্ধ (আদৌ) শুদ্ধ কর অহং জ্ঞানে।
ন শুদ্ধং ভ্রমণে তীর্থং ন শুদ্ধং ভস্ম-লেপনে,
ন শুদ্ধং ধর্ম্ম-কর্ম্মসু, ন শুদ্ধং দেহ-তাড়নে—
কোটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, কোটি অশ্ব গজ দানে,
চিত্ত শুদ্ধ হয় না কভু বিনা সেই আত্মজ্ঞানে ॥
নানা শাস্ত্র পাঠে কিম্বা নানা দেবতা পূজনে,
আত্মজ্ঞানং বিনা কর্ম্ম, (সব) নিরর্থকং জেনো মনে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হয় তাতে চিত্তশুদ্ধি, না যায় তাতে ভেদবুদ্ধি,
(জীব) অজ্ঞানতায় ঘোরে শুধু বদ্ধ নৌকায় দাঁড় টেনে।
(যথা) ঔষধ বিনা রোগমুক্ত, হয় না শুধু অনুপানে।
(তথা) ধ্যান ধারণা বৃথা চেষ্টা (ঐ) আত্মজ্ঞানঔষধি বিনে—
প্রাণায়াম প্রত্যাহার, (জেনো) সকলি কুপথ্য তার,
(আত্ম)জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই (আর) জ্ঞানী জনে তাই জানে।

গুরুদেব চোখ বুজে তন্ময় হ'য়ে গান শুনছিলেন। গান শেষ হাওয়ার পরেও কিছু কাল চুপ করে রইলেন। পরে বললেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ।

কারো প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখবে না। তাতে নিজেরই দুঃখ হয়। যত হিংসা-দ্বেষ-শূন্য সরল হবে ততই নিজে শান্তি পাবে। এই জন্য ব্যবহার শুদ্ধ রাখা সর্ব্বদাই দরকার। আমি শ্রেষ্ঠ, আমি খুব বুঝি, আমি বড় জ্ঞানী এইরূপ অভিমানই পতনের মূল। যিনি যত বড় জ্ঞানী, যত বড় যোগী বা যত বড় প্রতাপশালীই হউন না কেন যদি তিনি নিজের শক্তির, নিজের ব্যক্তিত্বের গৌরব করেন তবে তিনি তো ক্ষুদ্র জীবত্বের গণ্ডীর মধ্যেই রইলেন।

জীব নিজের স্বরূপ না জানার দরুণই অহঙ্কার ক'রে থাকে। সে যদি নিজের স্বরূপ জানতে পারে তবে আর অহঙ্কার করতে পারে না। চিত্ত পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশ হ'তে উৎপন্ন। সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক। এই জন্য তা' স্বচ্ছ ; দর্পণ, জল, স্ফটিক যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে পারে সেইরূপ স্বচ্ছ চিত্ত আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। লৌহপিণ্ড আগুনে উত্তপ্ত হ'লে যেমন তাতে অগ্নির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাহিকা শক্তি উৎপন্ন হয়, কিম্বা আতশী কাঁচ, সূর্য্যের তাপ পেয়ে যেমন অন্য বস্তুতে অগ্নি সংযোগ করতে সমর্থ হয় সেইরূপ ভৌতিক জড় চিত্ত চেতন আত্মার ছায়া পেয়ে চেতনের মত সুখ দুঃখ অনুভব ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্যসম্পাদন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য করতে সমর্থ হয়। তাহলে সিদ্ধান্ত এই হল যে আত্মা, চিত্ত ও তন্নিষ্ঠ চেতন-প্রতিবিম্ব এই তিনের একত্রীভূত অবস্থাই জীব। এই অবস্থায় জীব যদি বলে যে এই দেখ, আমার কত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, সুখ, শান্তি তবে তা' তার পক্ষে মিথ্যা উক্তি মাত্র। কোনো সুন্দর মুখের দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যদি অহঙ্কার করে যে, দেখ, আমি কত সুন্দর, কেমন প্রশস্ত ললাট, টিকোল নাক, পদ্মপলাশ-লোচন, হাসি হাসি মুখ, তবে তা' তার মিথ্যা অহঙ্কার, তার বলা উচিত—তোমরা আমার মধ্যে যে সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছ, তা' আমার নিজের নয়, ধার করা সৌন্দর্য, যদি যথার্থ সৌন্দর্যের খনি দেখতে চাও তবে দর্পণের অপর দিকে আসল মুখের দিকে তাকাও; সেইরূপ জীবেরও বলা উচিত—তোমরা আমার মধ্যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান সুখ-শান্তির বিকাশ দেখতে পাচ্ছ তা' আমার নিজের নয়; যদি অফুরন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সুখ-শান্তির খনি দেখতে চাও, তবে চিত্তের অপর দিকে আত্মার অভিমুখে তাকাও।

একমাত্র বেদান্ত শাস্ত্রই জীবের এই স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন; অন্য কোনো শাস্ত্রে বা গ্রন্থে জীবের স্বরূপ এরূপ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়নি। যে ব্যক্তি নিজের এইরূপ মিথ্যাস্বরূপ জেনেছে সে আর কখনো কোনোরূপ অহঙ্কারের আস্ফালন করতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন সময় গুরুদেবের আদেশে আমি গান গাইলাম—

যোগ সঙ্গীত

রাগিণী সুরট মল্লার, তাল ঝাঁপ।

তুমি তুমি বল কারে ? (জীব) আমি ভিন্ন তুমি নাই রে।
(দেখ) 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান-যোগে (ঐ) তুমি আমি বিচার করে ॥
তৎ ত্বং অসি তত্ত্বমসি শাস্ত্রে মায়ানাশী বলে যারে,
ভাবলে সেই আমি, আমিই সেই, দেহাত্মবোধ যাবে দূরে।
(ঐ) তুমি আমি কেবল মায়া, যথা বৃক্ষ বৃক্ষছায়া।
(দেখ) একৈবাহং জগত্যত্র (আছে) দ্বিতীয় কে মম পরে ॥
তৎ পদে পরমশিব, ত্বং পদে ঐ জীব শিব।
তাই যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ বলেছেন গুরু আমারে।
বেদ বলেন অহং ব্রহ্মাস্মি, তন্ত্র বলেন সোঽহমস্মি।
চণ্ডী বলেন চিতি রূপে আছি ব্যাপ্ত আমি চরাচরে ॥
সচ্চিদানন্দ রূপ আমি (আছে) বেদান্তে সিদ্ধান্ত লেখা।
তাই সৎ চিৎ আনন্দ রূপে যোগীর ধ্যান-গম্য আমিই একা ॥
দেখ আত্মজ্ঞানের আলো ধ'রে ঐ তুমি আমি সব ওঁকারে।
(তাই) আত্ম-দর্শন যোগে যোগী আত্মস্থ সেই পরাৎপরে ॥

এক দিন কোন ভক্ত অদৃষ্ট ও কর্মফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় গুরুদেব বললেন: মানুষ যে শুভ ও অশুভ কিম্বা পুণ্য ও পাপ কাজ করে তা' থেকে মনে একটা সংস্কার বা ছাপ প'ড়ে যায়। কর্ম ত ক্ষণবিধ্বংসী, অর্থাৎ যখন কর্ম করা হয় তখনই তার স্থিতি আর পরক্ষণেই তার নাশ। কিন্তু ঐ কর্মজনিত মনের সংস্কার হ'তে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরবর্ত্তী কালেও উহা স্মরণ করে সুখ দুঃখ অনুভব করে থাকি। মনে কর, তুমি কাউকে একখানি উৎকৃষ্ট শাল দান করলে, সে উহা নিয়ে চলে গেল। তোমার দানরূপ ক্রিয়া তখনই শেষ হ'য়ে গেল, কিন্তু এই কার্য্য হ'তে তোমার মনে যে শুভ বা পুণ্য সংস্কার রয়ে গেল তা' থেকে দশ বিশ বছর পরেও ঐ শুভ কার্য্য সম্বন্ধে তুমি স্মরণ করে একটু সুখ অনুভব করতে পারো। এইরূপ কখনো যদি তুমি কোনো 'লোককে কটু কথা বলো তবে তা' থেকেও তোমার মনে একটা অশুভ বা পাপ সংস্কার থেকে যাবে যার জন্যে বহু কাল পরেও স্মরণ হ'লে তোমার একটু দুঃখ বা অনুতাপ হবে। যদি মনে ঐরূপ ছাপ না থেকে যেত তবে কালান্তরে তুমি কেমন করে নিজকৃত ভাল মন্দ কাজ স্মরণ করতে ?

কর্ম্মজনিত উক্ত সংস্কারকে অদৃষ্ট বলে। কারণ, কর্ম দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তা' থেকে উৎপন্ন মনের ছাপকে কেউ দেখতে পায় না। এই জন্য এই ছাপকে ন+দৃষ্ট=অদৃষ্ট বলা হয়। এই অদৃষ্ট থেকেই লোকের সুখ দুঃখ রূপ ফল উৎপন্ন হয়। শুধু মনের সুখ দুঃখের কথা উপরে বলা হয়েছে, স্বকৃত কর্ম থেকে বার হ'তেও সুখ দুঃখ রূপ কর্মফল আসে। যেমন, কেউ চুরি করলে তার সাজা হ'ল, একজন আর একজনকে প্রহার করল, উল্টে প্রহারকারীকে আঘাত সহ্য করতে হ'ল। রাম যদি শ্যামের উপকার করে তবে শ্যাম যদি অকৃতজ্ঞ হ'য়ে প্রত্যুপকার নাও করে তবুও রামের কৃত শুভ কর্ম নষ্ট হবে না। যদু-মধুরা কেউ এসে রামের উপকার করে দিয়ে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহলে দেখা গেল, "মানুষ নিজেই নিজের বিধাতা।" তুমি যেমন কর্ম করবে ফলও সেইরূপই পাবে। যাকে তুমি জীবনে কষ্ট পেতে দেখবে, বুঝবে যে সে অনেক অকর্ম কুকর্ম করে বহু অশুভ সংস্কার মনে সংগ্রহ করে রেখেছিল। ঠিক এর বিপরীত, যিনি সুখে আছেন, মনে করতে হবে যে তিনি জীবনে অনেক সৎ কার্য করে মনে বহু শুভ সংস্কার সংগ্রহ করেছেন।

এর দ্বারা তোমরা জানবে যে জীবনে যা কিছু করা হয়েছে তার তো ফল ভোগ করতেই হবে। আজ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নাও যে আর কখনও শুভ সংস্কার ছাড়া অশুভ সংস্কার সংগ্রহ করবো না। তাহলে জীবনের বাকি কটা দিন আনন্দেই কেটে যাবে।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে: ক্ষেতে যেমন বপন করবে তেমনই শস্য কাটতে হবে। সন্ত কবির বলেছেন—বোয়ে পেড় ববুলকে, আম কহাঁ সে হোয়। অর্থাৎ, বাড়ীর চারদিকে বাবলার গাছ লাগালে আম কেমন করে হবে? লোকের সঙ্গে যদি অসৎ ব্যবহার করতে থাকো তবে সুখ পাবে কেমন করে?

গুরুদেব এক সময় এলাহাবাদ গিয়েছেন। সেখানে এক শিষ্যের বাড়ীর বৈঠকখানায় ব্যাঘ্র চর্মের উপর বসে আছেন, সামনে ১৫।১৬ জন শিষ্য ও ভক্ত, পুরুষ ও মহিলা উপবিষ্ট। তার মধ্যে থেকে একজন প্রশ্ন করলেন—আমরা দেখতে পাই, যারা মিথ্যা ছল-চাতুরী করে বেশী পয়সা রোজগার করছে তারাই গাড়ী-বাড়ী করে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। এই কলিযুগে সত্যের কোনো স্থান আছে বলে তো মনে হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেব বললেন—আমাদের পূর্ব পুরুষ মুনি-ঋষিগণ যেমন সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করে দিয়েছেন সেইরূপ তার পৃথক পৃথক লক্ষণও নির্দ্ধারিত করেছেন। সত্যের লক্ষণ হচ্ছে—

সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্।

প্রাণীর হিতজনক কার্য্যকে সত্য বলা হয়। কেবল যথাযথ ঘটনার বর্ণনকে সত্য বলে না। কারণ, তা' থেকে হয় তো কারুরই কোনো উপকার হয় না। কিন্তু যদি যথার্থ ঘটনার বর্ণন শুনে কারুর উপকার হয় তখন তা' সত্য বলে গণ্য হ'বে। এই লক্ষণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে যদি কোনো সত্য বাক্যে কারুর অনিষ্ট হয় তবে তা' মিথ্যা, আর যদি কোনো মিথ্যা বাক্যে কারুর উপকার হয় তবে তা' তখন সত্যরূপে পরিণত হ'য়ে যায়। ধরো, একটা লোক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে, তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে বাঁশবনের পেছনে গিয়ে লুকিয়েছে। একটু পরেই তুমি দেখলে যে একটা ভয়ঙ্কর লোক বল্লম নিয়ে ছুটে আসছে। তোমাকে সামনে পেয়েই সে জিজ্ঞাসা করলে যে, এখনই একটা লোক যে ছুটে গেল, বলতে পারেন সে কোন দিকে গেছে? তুমি সত্য-মিথ্যার তত্ত্ব জানো বলে তুমি নিশ্চয়ই সেই বাঁশঝাড় না দেখিয়ে পথের অন্যদিক দেখিয়ে দেবে যাতে করে ঐ পলায়িত লোকটির প্রাণ রক্ষা হয়। এখানে তোমার এই মিথ্যা বাক্য প্রাণীর হিত সাধন করেছে বলে সত্যরূপে পরিণত হ'য়ে যাবে। এখানে সত্য বাক্য বললে, ঐ লোকটির প্রাণ যেতো, তা' তুমি জানতে, সুতরাং সেই সত্য তখন মিথ্যা হ'য়ে যেত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে করো, তুমি গঙ্গার ঘাটে বসে আছো। এমন সময় দেখলে যে তিনটি ছেলে সাতরাতে সাঁতরাতে মাঝ গঙ্গায় চলে গেছে। সকলের ছোট ছেলেটি দাপাদাপি করতে করতে ডুবে গেল। অপর ছেলে দুটি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা না করে সাঁতরে পারে এসে গেল। ঘটনাটি এতই মর্মান্তিক যে তোমার মনে অত্যন্ত দুঃখের ছাপ রেখে গেল। তুমি বাড়ী এসে ঐ ঘটনা অবিকল সকলকে বললে—পরদিন বন্ধু বান্ধবদের কাছেও বহু বার ঐ ঘটনার বিষয় বর্ণনা করলে। এই যে যথার্থের অভিভাষণ, এর থেকে কারুরই কোনো হিত সাধিত হলো না, বরং শ্রোতাদের মনে একটু দুঃখের ভাবই উৎপন্ন হলো। সুতরাং এই ঘটনার বর্ণনকে সত্য-ভাষণ বলা যেতে পারে না। কিন্তু অন্য একদিন যদি তোমার সামনে দিয়ে কয়েকটি ছেলে তেল মেখে গামছা নিয়ে গঙ্গা নাইতে যায় আর তুমি যদি তাদের পূর্বদৃষ্ট সেই ছেলেটির গঙ্গায় ডুবে যাওয়ার ঘটনা অবিকল ঐ ছেলেদের বলো আর তাদের উপদেশ দাও যে তোমরা ঘাটের কাছ থেকেই নেয়ে বাড়ী চলে যেও, তার পর সে ছেলেরাও তোমার কথা মতো জলে ডুবে যাওয়ার ভয়ে ঘাটের কাছে নেয়ে বাড়ী ফিরে যায় তবে তখন তোমার ঐ যথার্থ ঘটনার বর্ণন ঐ ছেলেদের হিতসাধন করল বলে সত্যরূপে পরিণত হবে।

তোমরা অনেক সময় বৃথা গল্প গুজব করো। সেগুলি মিথ্যাও নয়, সত্যও নয়। কিন্তু যদি তোমরা লোকের উপকারের জন্য দুই একটি সদুপদেশ বা ভাল গল্প বলো তবে তা' কল্পিত হ'লেও সত্যরূপে পরিণত হবে। সুতরাং আমার উপদেশ হচ্ছে যে তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বদা খেয়াল রাখবে যে তোমাদের মুখ থেকে যেন সর্বদা লোকের হিতজনক বাক্যই বার হয়, তাহলেই তোমরা যথার্থ সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। বেদ বলেছেন—

সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্।

সত্যেরই জয়, মিথ্যার নয়। শাস্ত্র বলেন—মিথ্যা দ্বারা উন্নতি হয়, তার পর মঙ্গল হয় আর শত্রুদেরও সে জয় করতে পারে। কিন্তু অবশেষে ঐ মিথ্যাবাদী সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আর এক কথা তোমরা মনে করো না যে গাড়ী-বাড়ী থাকলেই লোক সুখী হ'তে পারে। বাইরে থেকে লোকে হয় তো মনে করবে, এত ঐশ্বর্য্য যখন আছে তখন সে নিশ্চয়ই সুখী। কিন্তু যদি ভিতরে খোঁজ নেওয়া যায় তবে জানা যাবে যে সে অনেক ছল চাতুরী করে, বহু লোককে ঠকিয়ে অর্থ সঞ্চয় করার ফলে দিনরাত চিন্তায় অস্থির। রাত্রিতে হয়তো ঘুমই হয় না। এরূপ লোককে কি তোমরা সুখী বলতে চাও? জীবনের উন্নতি ঐশ্বর্য্যে নয়। যে যত সুখী সে তত উন্নত। সুতরাং অভাব বাড়িয়ে বেশী পয়সার পেছনে না ছুটে অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করবে। শাস্ত্র বলেন—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তৎ ধনলুব্ধানাং ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

সন্তোষরূপ অমৃত পানে পরিতৃপ্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তিদের যে সুখ ধনলুব্ধ ইতস্ততঃ ধাবমান ব্যক্তিদের সে সুখ কোথায়?

আর একদিন গুরুদেব সমাগত ভক্ত ও শিষ্যদের নিজে থেকেই বলতে লাগলেন—আমি তোমাদের সুখী দেখতে চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ চায় সুখ, স্ত্রী-পুত্র গৃহ-ক্ষেত্র, ধনৈশ্বর্য্য, অন্ন-বস্ত্র চায় না। তবে নিজের সুখের সহায়ক ব'লে লোকে ঐ সব যথাসাধ্য সংগ্রহ করে। পত্নী সুখ দেয়, পুত্রকে দেখলে সুখ হয় কিন্তু যদি ঐ পত্নী বা পুত্র তোমার সুখের ব্যাঘাতজনক কার্য্য করে তবে তুমি তিরস্কার করো, প্রহার করো, বাড়ী থেকে বার ক'রে দাও অথবা হত্যা করো। এরূপ ঘটনা সংসারে বিরল নয়।

লোকে যখন সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন গৃহক্ষেত্র ধনৈশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়।

মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করে, ঘুমিয়ে শান্তিলাভ করতে চায়। নিদ্রার মধ্যে জীব আনন্দময় আত্মার সহিত মিলিত হ'য়ে সুখলাভ করে। সেই নিদ্রার পূর্বক্ষণে যদি কেউ একথালা মেঠাইমণ্ডা নিয়ে খাবার জন্যে সাধ্যসাধনা করে তবে তুমি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না ক'রে ঐ সকল অতি প্রিয় সুমিষ্ট খাদ্যবস্তু হ'তে অনেক বেশী সুখ পাওয়ার আশায় নিদ্রার কোলে আশ্রয় লও। কিম্বা অজীর্ণ রোগীর কাছে অথবা অরুচি-রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির নিকট ভাল ভাল খাবার জিনিষ নিয়ে এলেও তারা ওগুলি দূরে নিয়ে যেতে বলে।

তাহলে দেখা গেল, সংসারের যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তি যতক্ষণ তোমার সুখের সহায়ক ততক্ষণই তুমি তাদের চাও। আর সুখের ব্যাঘাত হ'লেই তাদের দূর করে দাও। তাহলে বুঝলে, সংসারের কোনো জিনিষই তুমি চাও না, চাও কেবল তুমি তোমার নিজের সুখ। এই কথাটি বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেবার ইচ্ছায় দুই পত্নীকে নিজের সম্পত্তি বিভাগ ক'রে দিতে চাইলেন। দুই পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। সম্পত্তি—গৃহক্ষেত্র, শিষ্য-প্রশিষ্য আর ব্রহ্মবিদ্যা। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ সম্পত্তির কি ফল? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—ইহলোকের সম্পত্তিতে লোকে লৌকিক সুখ পায় কিন্তু তা' থেকে অমৃত বা আনন্দ লাভ হ'তে পারে না। শুনে মৈত্রেয়ী বললেন—যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম্? যা দ্বারা আমি অমৃত বা আনন্দ পাবো না তা' নিয়ে আমি কি করবো? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—তুমি সমস্ত জীবন আমার প্রিয় কার্য্য করেছো আর এখনও তুমি আমার প্রিয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি আমার কাছে বসো। আমি তোমায় আনন্দ লাভের উপায় বলছি—ন বা অরে, পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—পতির সুখের জন্য কেউ পতিকে প্রিয় মনে করে না, নিজের সুখের জন্যই পতিকে প্রিয় মনে করে। স্ত্রীর সুখের জন্য কেউ স্ত্রীকে প্রিয় মনে করে না, নিজের সুখের জন্যই স্ত্রীকে প্রিয় মনে করে। পুত্রের সুখের জন্য কেউ পুত্রকে প্রিয় মনে করে না, নিজের সুখের জন্যই লোকে পুত্রকে প্রিয় মনে করে। দেবতাদের সুখের জন্য দেবতারা প্রিয় হন না, নিজের সুখের জন্যই দেবতারা প্রিয় হন। বিত্তের সুখের জন্য কেউ বিত্তকে প্রিয় মনে করে না, আপন সুখের জন্যই লোকে বিত্তকে প্রিয় মনে করে। এক কথায় সকল বস্তুর জন্য সকল বস্তু প্রিয় হয় না, নিজের সুখের জন্যই লোকে সকল বস্তুকে প্রিয় মনে করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথাগুলিতে মহর্ষি দেখালেন যে. সুখ মানুষের অন্তরে। আর সে নিরন্তর সেই সুখ অনুভব করতে চায় কিন্তু অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকায় মানুষের মন বহির্জগতে সুখ খুঁজে বেড়ায়। সাংসারিক বস্তু হয়তো কোনো কোনো সময় অন্তরস্থ সুখানুভূতিকে জাগিয়ে দিতে সাহায্য করে কিন্তু সব সময় বিষয় সহায়ক হয় না।

মহর্ষির ঐ উপদেশে জ্ঞানীরা নিরন্তর সুখানুভবের জন্য অন্তরে ডুবে যান।

মানুষ সুখই চায় কেন? সৃষ্টির পূর্বে সর্বব্যাপক পরম সূক্ষ্ম সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় আত্মা ছিলেন। তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র মায়ার আবির্ভাব হয়। সেই মায়ার কল্পনায় অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়। মানুষ সেই ব্রহ্মাণ্ডেরই একটি ক্ষুদ্র প্রাণী। তার উৎপত্তি আনন্দ-বারিধি আত্মা হ'তে। তাই তার মধ্যে অনন্ত আনন্দের স্মৃতি বিদ্যমান। এই জন্যেই সে সর্বদা সুখ পেতে চায়। বিষয়ের সাহায্যে যেটুকু সুখ সে পায় তাতে তার তৃপ্তি হয় না। আরো বেশী সুখ পেতে চায়। কিন্তু ক্ষুদ্র মনে কত টুকুই বা সুখ ধরবে? এইজন্যে দেহের বন্ধন কাটিয়ে সে অনন্ত আনন্দের আধার আত্মার সহিত একীভূত হ'য়ে যেতে চায়। এরই নাম মুমুক্ষুত্ব বা মুক্তির ঐকান্তিক ইচ্ছা।

একবার গুরুদেব কলকাতায় এক শিষ্যের বাড়ীতে ব'সে আছেন। শিষ্য ও ভক্তেরা সম্মুখে উপবিষ্ট। এই সময় একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা সমস্ত জীবন শোক-দুঃখে অভিভূত থাকি। এর থেকে মুক্ত হবার উপায় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেব বলতে লাগলেন—শোক আর দুঃখ দুটি কথা। শোকের স্থান অল্প, দুঃখ ব্যাপক। শোকও এক প্রকার দুঃখই। প্রিয়-বিয়োগে যে দুঃখ হয় তার নাম শোক। আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে কারো মৃত্যু হ'লে শোক হয়। একটা টিয়া পাখী পুষলে তার প্রতি মমতা জন্মে। পরে তার মৃত্যুতেও কিছু শোক হয়। গাড়ী-ঘোড়া-বাড়ী-মামলা-মোকদ্দমাকে লোকে প্রিয় মনে করে। তাই বাড়ী ভেঙে গেলে বা মোকদ্দমায় হারলে শোক হয়। কিন্তু দুঃখ হয় গায়ে কাঁটা ফুটলে, রোগ হ'লে, স্বকৃত কুকর্মের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হ'লে, কেউ গালাগালি বা নিন্দা করলে ইত্যাদি নানা কারণে। দুঃখ দূর করবার সাধারণ উপায় মানুষ নিজেই উদ্ভাবন করে নেয়। ক্ষুধার উদ্রেকে দুঃখ বোধ হ'লে সে তা' দূর করবার জন্যে কিছু খায়; এই ভাবে পিপাসার দুঃখ মেটাবার জন্যে সে কিছু পান করে; ভয় হ'লে সে হয় শত্রুকে আক্রমণ করে, নয় তো পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে, ক্লান্তির জন্য কষ্ট বোধ হ'লে সে ব'সে বিশ্রাম করে কিম্বা শুয়ে ঘুমোয়। দুঃখনিবৃত্তির এই সকল স্বাভাবিক উপায় সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞান মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে সমান। কিন্তু নিকৃষ্ট প্রাণী অপেক্ষা বুদ্ধি অধিক হওয়ায় মানুষ ঐ সকল উপায় থেকেও শ্রেষ্ঠতর উপায় উদ্ভাবন ক'রে নেয়। যেমন, রোগ হ'লে তা' নিবারণের জন্যওষুধ সেবন করে। হিংস্র জন্তু, চোর, ডাকাত অথবা শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সে গৃহ, প্রাসাদ বা দুর্গ নির্মাণ করে নেয়; মনে শোক উৎপন্ন হ'লে তা' দূর করবার জন্যে সে সৎসঙ্গ, সদালোচনা কিম্বা সদ্গ্রন্থের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুশীলন করে। কিন্তু ঐ সব লৌকিক উপায়ে সাময়িক রূপে দুঃখের নিবৃত্তি হ'লেও ঐ সকল শোক ও দুঃখ পুনরায় উৎপন্ন হ'য়ে ক্লেশ দিয়ে থাকে। আহার দ্বারা ক্ষুধার দুঃখ দূর হ'লে কি হবে? কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার সেইরূপ ক্ষুধা উৎপন্ন হয়ে দুঃখ দিতে থাকে; এক শত্রু নিপাত হ'লে কি হবে? আবার নতুন শত্রুর আক্রমণ-ভয় হ'তে দুঃখ উৎপন্ন হয়; ঔষধ সেবনে এক বার রোগ আরোগ্য হ'লেও আবার ঐ রূপ রোগ হ'বার ভয় থাকে; প্রিয়-বিয়োগ-জনিত শোক কিছু কম হ'তে না হ'তেই আবার অন্য কোনো প্রিয় জনের মৃত্যুতে ঐ রূপ অথবা তা' অপেক্ষাও অধিক শোকের কষ্ট সহ্য করতে হয়। এই দেখেই ঋষিরা দুঃখাতীত আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে আর্য্য-শাস্ত্রে তা' লিপিবদ্ধ করে গেছেন; তা' জেনে মানুষ শোক-দুঃখের বাঁধন থেকে চিরতরে মুক্ত হ'য়ে পরমানন্দ লাভ করতে পারে।

একদিন গুরুদেব ব্যাঘ্রাসনে উপবিষ্ট। এক ভক্ত এসে বললেন—গুরুদেব, কাল আপনি আমায় যে তিরস্কার করেছিলেন, তাতে আমার মনে বড় আঘাত লেগেছে।

গুরুদেব বললেন—তোমায় কি জন্যে তিরস্কার করেছিলাম বলো তো! অকপট ভাবে বলবে। আমি কখন কাকে কি বলি তা' মনে ক'রে রাখি না।

ভক্ত—আমি সেদিন আপনার অপর এক ভক্তের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নেড়া-নেড়িদের নিন্দা করেছিলাম, আপনার কানে যাওয়ায় আপনি আমায় ধমকালেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেব—দেখ, নিন্দা করাটা তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে গেছে। তাই, তীব্র তিরস্কারে তোমাদের মনে আঘাত না দিলে তা' থেকে তোমরা বিরত হ'বে না। নিন্দা করা বা পরের দোষ দেখা পাপ। তাতে, চিত্তে অশুভ সংস্কার উৎপন্ন হয় আর তার ফলে দুঃখ। সংসারে সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তু দোষগুণে মিশ্রিত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন প্রাকৃতিক গুণ থেকেই তো সৃষ্টি। দোষের ভাগ গ্রহণ করতে করতে মন কালিমাময় হ'য়ে যায়। তুমি কি তোমার মুখ দেখার আয়না খানাকে আলকাতরা মাখিয়ে রাখতে চাও? তবে, অন্যের দোষ নিজের মনে নিয়ে তাকে কালিমাময় ক'রে তুলবে কেন? সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তির শুভ্র উজ্জ্বল বা সাত্ত্বিক অংশ নিরন্তর গ্রহণ করতে থাক। তাতে তোমার মন সর্বদা শুদ্ধ সাত্ত্বিক থাকবে। বিশুদ্ধ মনোদর্পণে আনন্দময় আত্মার সর্বদা প্রতিবিম্ব পড়ে। তাতে মানুষের মন সর্বদা আনন্দে উৎফুল্ল থাকে। এইরূপ জীবনই তো সার্থক।

আমি প্রায়ই একথা বলে থাকি যে অনুদ্বেগকর বাক্য বলবে। কিন্তু তোমায় যে তিরস্কার করলাম তারও একটা ব্যাখ্যা আছে। পত্নীপুত্র-শিষ্য-ছাত্র প্রভৃতি অধীনস্থ লোকদের স্বভাব সংশোধনের জন্য তিরস্কার এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করা যেতে পারে। চিকিৎসক ফোড়া অপারেশন করেন তাতে রোগীর ভয়ানক কষ্ট হয়। ডাক্তার কি রোগীকে কষ্ট দিচ্ছেন, হিংসা করছেন? না, ডাক্তারের লক্ষ্য রোগীকে নিরাময় করা। তাতে আপাতত রোগীর কষ্ট হ'লেও রোগীর তাতে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। সেইরূপ অভিভাবক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধীনস্থ লোকদের কল্যাণ কামনায় আবশ্যক হ'লে তিরস্কার, গালাগালি বা নিন্দা করতে পারেন।

কলি মানে পাপ। ভগবান যখন কলিকে সৃষ্টি করলেন তখন সে বললে—'প্রভু, সৃষ্টি তো আমায় করলেন কিন্তু থাকি কোথায়?' ভগবান বললেন—'দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। দেখো, এক কাজ করো, পৃথিবীতে যেখানে যেখানে বেশী ধন আছে সেই সেই স্থানে তোমার নিবাস হোক।'

এই রূপক অনুসারে আমিও রূপক বলি—ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্যই। তিনি যখন নিন্দা, তিরস্কার, গালাগালি সৃষ্টি করলেন তখন সেগুলিও জীবের কল্যাণ সাধনই করবে।

নিন্দা, তিরস্কার, গালাগালিরা সৃষ্ট হয়েই যেন ভগবানকে জিজ্ঞেস করলে—'ঠাকুর, সৃষ্টি তো আমাদের করলেন, এখন থাকবার একটু জায়গা করে দিন।' ভগবান বললেন—'দাঁড়া, একটু ভেবে দেখি। দেখ, পৃথিবীতে মানুষ বলে এক জীব আছে। তাদের মুখে দন্ত-ওষ্ঠ-তালু-জিহ্বা-মূর্দ্ধা-কণ্ঠ—এই আটটি স্থানে তোদের অধিষ্ঠান হোক। কিন্তু খবরদার, যখন-তখন বেরুবি না। যখন দেখবি, লোকেরা অকর্ম-কুকর্ম ক'রে সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে শুরু করেছে তখন হাঁ-হাঁ করে গিয়ে পড়বি। যা'তে ক'রে তারা সৎ পথে আসে আর সমাজের শৃঙ্খলা বজায় থাকে।'

একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা আমার মনে পড়ে, কোনো চরিত্রহীন ব্যক্তি কোনো অবৈধ স্থানে গমন করত। লোকে টের পেয়ে তার এমন নিন্দা রটালো যে তাতে সে, সাবধান হ'য়ে গেল, তার চরিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোধরালো। তা'হ'লে দেখলে যে নিন্দারও সমাজে একটা স্থান আছে। এরূপ খুঁজলে তোমরা আরো অনেক স্থান পাবে। এরূপ, গালাগালি ও ধমকীরও লোক কল্যাণ-কারিতার যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু মনে রেখো. ভগবান এগুলিকে যখন-তখন বেরুতে মানা করে দিয়েছেন। সুতরাং নিরর্থক নিন্দা-ধমকী গালাগালি কখনো করবে না।

দেখ, নিন্দা-ধমকী সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে রাখবে। ছোট যেন বড়কে না ধমকায়। বড় ছোটকে স্বভাব সংশোধন করবার জন্য আবশ্যক হ'ল ধমকাতে পারেন এ কথা পূর্বেই বলেছি। ছোট যদি বড়কে ধমকায় কিম্বা উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করে তবে বড় তা' সহ্য করবেন কেন? ফলে, বড়র দিক থেকে যে প্রতিক্রিয়া হবে তাতে ছোটর সমূহ ক্ষতি। প্রথম ক্ষতি, সে বড়র স্নেহ-ভালবাসা হ'তে বঞ্চিত হ'ল, দ্বিতীয়ত, সমাজে তার নিন্দা প্রচারিত হ'ল। ফলে পরিবারের মধ্যে সে যে শান্তিটুকু ভোগ করছিল তা' নষ্ট হ'য়ে গেল। পরিবারে পিতা-মাতা-পতি বড়, পুত্র-কন্যা-পত্নী ছোট। ছোটর দুর্ব্যবহারে যে কত সংসার উচ্ছন্ন গেছে এবং যাচ্ছে তার সীমা নেই অবশ্য বড়রাও যে দুর্ব্যবহার করে না আমি তা' বলছি না। বড়রা সুখের জন্য, শান্তিতে জীবন কাটাবার জন্য স্ত্রী সংগ্রহ করে, ধন আহরণ করে, পুত্র কন্যা উৎপাদন করে, তারা চায় না যে সংসারে অশান্তি হোক। অধিকাংশ পরিবারেই দেখা যায় যে অন্য পরিবারের একটি মেয়ে বধূ হ'য়ে এলো, কিছু দিন যেতে না যেতেই সে পতিটিকে বশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক'রে সংসারে তুমুল অশান্তি সৃষ্টি করে বসল। তার কথার ঝাঁজে, উপেক্ষা ও অবজ্ঞার ব্যবহারে শ্বশুর-শাশুড়ী এবং অন্য পরিজনেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

পুত্রেরা লেখাপড়া শিখে প্রায়ই মনে করে বাপ সেকেলে, সে আর কি বোঝে। তার পর থেকেই অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও তিরস্কার। এরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজলে তোমরা ঘরে ঘরে পাবে। একটি ঘটনা আমার জানা আছে, একজন ছেলেকে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়ে আনলেন। একদিন বাপ কোনো কারণে গিন্নীকে বকাবকি করছিলেন। বাইরের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে ব্যারিষ্টার সাহেব রেগে ভিতরে এসে বাপকে ধমকাতে লাগলেন : 'এ সব অসভ্যতা আমি সহ্য করতে পারি না।' বাপ পায়ের খড়ম তুলে সুযোগ্য পুত্রের মাথায় ও পিঠে আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম দিলেন। সেই থেকে ব্যারিস্টার সাহেব একেবারে সোজা।

স্ত্রীদের মনে করা উচিত যে 'আমরা স্বামীদের চাইতে ছোট। সুতরাং কোনো মতেই স্বামীদের তিরস্কার করতে পারি না।' অথচ দেখবে, ঘরে ঘরে স্ত্রীরা স্বামীদের তিরস্কার ক'রে অশান্তির সৃষ্টি করেন। পুরুষেরা পুরুষত্বে আঘাত লাগলে সহ্য করবে কেন? আমাদের শাস্ত্রমতে, স্ত্রী পতিতে আত্মসমর্পণ করবে। বিবাহের মন্ত্রে আছে, পত্নী বলছেন পতিকে : "তোমার যে হৃদয় তারই অনুসারে যেন আমার হৃদয় হয়, তোমার সকল কার্য্যে আমি যেন সহধর্মিণী হ'তে পারি।"

সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্ম নিজের ভেতর থেকে মায়ার প্রভাবে নারী

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি করলেন। তখন হ'তে রমণ আরম্ভ হ'লো, আর ক্রমশঃ সৃষ্টির বিস্তার হ'তে লাগলো। নারী যখন পুরুষের ভিতর থেকে উৎপন্ন হ'লো তখন সে নিজেকে এক-পতি-রূপ পুরুষের মধ্যে ডুবিয়ে একীভূত হ'য়ে যেতে পারলেই তার মুক্তি। এটি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি'—স্ত্রী কখনো স্বতন্ত্র হ'তে পারে না। যেখানেই স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য সেখানেই সংঘর্ষ; 'এক ম্যান মেঁ দো তলওয়ারেঁ নহীঁ সমাতীঁ'—এক খাপে দু'খানা তরোয়াল ঢোকে না। এক পরিবারে পিতা-পুত্র বা পতি-পত্নী যদি আপন আপন মত খাটাতে যায় তবেই সংঘর্ষ উৎপন্ন হবে। এক পরিবারে কর্তৃত্ব একজনের হাতেই থাকা উচিত, অন্যেরা পরামর্শ দিতে পারে। অভিভাবকের মত অগ্রাহ্য ক'রে ছোটরা যেন নিজের মত না চালায়। তবেই সংসারে শান্তি থাকবে।

আমি ব্রাহ্মদের পরিবারে দেখেছি, কেউ কারুকে কটু কথা বলে না। বড় ছোটকে অন্যায় করলে তিরস্কার না ক'রে শান্ত ভাবে বুঝিয়ে দেন। তাই তাদের পরিবারে শান্তি থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথাও মনে রেখো—ছোটরা লেখাপড়া শিখে বড়দের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তিরস্কার করে, অবাধ্য হয়, বৌয়ের কথায় অসহায় বাপ-মাকে ফেলে আলাদা হ'য়ে যায়। তারাও যে সেই কার্য্যের প্রতিক্রিয়ারূপে তাদের পুত্রদের কাছ থেকে সেইরূপ ব্যবহারই পাবে তা তাদের মনে আসে না। ঈশ্বরের রাজ্যে একটী কার্য্যও ভোগ না দিয়ে নষ্ট হয় না। 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।' সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কার্য্যটিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা হ'য়ে যায়। অনন্ত কাল-প্রবাহে অনন্ত জীবের অনন্ত কর্ম্ম-যমরাজের কর্ম্মচারী চিত্রগুপ্ত একা একটী মাত্র খাতায় লিখে রাখতে পারে না। যম মানে কাল, চিত্রগুপ্ত মানে চিত্তগুপ্ত। চিত্ত প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে গুপ্ত ভাবেই থাকে। সেই চিত্তগুপ্তের পটে প্রত্যেক জীবের প্রত্যেকটি কর্ম্ম ছাপ রেখে যায়, চিত্তে রেকর্ড হ'য়ে যায়। নিক্তির ওজনে তার ফল হ'য়ে থাকে।

একই অন্তঃকরণের চারটি বৃত্তি—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। মনে কর তুমি জঙ্গলে গেছো। সেখানে একটা সাপ দেখে হঠাৎ লাফ দিয়ে পালালে। এই এক ক্ষণের মধ্যে কতগুলি কাজ হ'য়ে গেলো—চোখে সাপের ছায়া বা ছাপ পড়লো, অন্তঃকরণে ঐ সাপের ছবি প্রতিফলিত হওয়া মাত্রই প্রথম চিন্তাতরঙ্গ উঠলো—এটা সাপ কি না? এই সংকল্প-বিকল্প বা সন্দিগ্ধ ভাবের নাম 'মন'। তার পর দ্বিতীয় চিন্তাতরঙ্গ উঠলো—নিশ্চয়ই সাপ। এই নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম 'বুদ্ধি'। এখনো পালাবার কারণ হয় নি। 'থাক না সাপ, আমি পালাবো কেন?' এইরূপ ভাব। পরে তৃতীয় চিন্তাতরঙ্গ উৎপন্ন হ'লো—সাপ ভয়ানক জন্তু, কামড়ালে মানুষ ম'রে যায়, অমুক স্থানে দেখেছি, অমুকের কাছে শুনেছি, অমুক বইতে প'ড়েছি ইত্যাদি স্মরণরূপ অন্তঃকারণ-বৃত্তির নাম 'চিত্ত'। এখনো পালাবার ইচ্ছা হ'তে পারে না, কারণ 'থাক না সাপ মানুষকে, আমি পালাবো কেন?' তার পর চতুর্থ চিন্তাতরঙ্গ উঠলো—'আমি মানুষ'—অমনি লাফ, অমনি পলায়ন। এইরূপ দেহে মনুষ্যত্বের অভিমানরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম 'অহংকার'। এইরূপ প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক কার্য্যে অন্তঃকরণে ঐ চারটি বৃত্তি উৎপন্ন হ'লে তবে তারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই বৃত্তিগুলি যুগপৎ নয়, ক্রমিক। দৃষ্টান্ত—শতপত্রবেধ। ১০০ কোমল পাতা পর পর সাজিয়ে তার উপর একটা ছুঁচ রেখে একটা হাতুড়ি দিয়ে ঐ ছুঁচের উপর ঘা দিলে এক ক্ষণেই ঐ ১০০ পাতা ছেঁদা হ'য়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে উপরের প্রথম পাতাটা ছেঁদা হবার পরে দ্বিতীয় পাতাটা ছেঁদা হ'য়েছে এবং এইরূপ ক্রমশঃ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম পাতা ছেঁদা হ'য়ে সর্ববশেষে শততম পাতাটা ছেঁদা হ'য়েছে। তা হ'লে একটা পাতা ছেঁদা হ'তে এক ক্ষণের একশ ভাগের এক ভাগ সময় লেগে থাকবে। এই দৃষ্টান্তে জানা যায় যে অন্তঃকরণের ঐ ক্রিয়াগুলি এক ক্ষণে হ'লেও এক সঙ্গে হয় নি, ক্রমশঃ হ'য়েছে।

ঐ চার অন্তঃকরণ-বৃত্তির তৃতীয় বৃত্তি চিত্তে, যত শুভাশুভ কর্ম্ম করা হয় এবং যত জ্ঞান সঞ্চয় করা হয় সবগুলিরই সংস্কার বা ছাপ জমা হ'য়ে থাকে। তার একটাও ভোগ না হ'লে নষ্ট হয় না। এই সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি থাকলে লোকে অশুভ সংস্কারের জনক অশুভ কার্য্য করতে সংকুচিত হবে। যাঁরা দুঃখ হ'তে মুক্ত থাকতে চান তাঁদের নিজ নিজ প্রত্যেক কর্ম্ম ও প্রত্যেক বাক্যের প্রতি নজর রাখা দরকার যেন নিজকৃত কোন কর্ম্ম চিত্তে অশুভ বা পাপ সংস্কার ফেলতে না পারে। তাহ'লেই জীবন সুখময় হ'তে পারে।

লোকে চায় সুখ কিন্তু করবে অকর্ম্ম কুকর্ম্ম, তাতে সুখ পাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন ? প্রশংসা ভাল কাজ আর নিন্দা মন্দ কাজ এটা ত বোঝো। ভাল কাজের ভাল ফল আর মন্দ কাজের মন্দ ফল এই ত প্রকৃতির নিয়ম। নিন্দা করার আগে মনে ঐ নিন্দিত কার্য্য স্মরণ করতে হয়। স্মরণ মাত্রেই ঐ নিন্দিত কার্য্যে মন পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলি, পরের দোষ স্মরণ করে নিজের মন মলিন করা উচিত কি ? পরের দোষ চিন্তা করতে করতে নিজের মন ঐ দোষে পূর্ণ হ'য়ে যাবেই ; আর অপরের গুণ স্মরণ করতে থাকলে নিজের মন ঐ সকল গুণে পূর্ণ হ'য়ে যাবে। এখন বলো তোমার কি করা উচিত ? পরের দোষ গ্রহণ করে নিজের মনকে কালিমাময় করবে, না অপরের গুণ গ্রহণ করে নিজের মনকে গুণময় উজ্জ্বল করে তুলবে ?

মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদাঃ।
সজ্জনা গুণামচ্ছান্ত দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ ॥

মাছিরা শরীরের কোথায় ঘা আছে খুঁজে খুঁজে সেই খানে গিয়ে ব'সে ঘায়ের অপবিত্র রসরক্ত টেনে খায় আর ষট্পদ ভ্রমর বন খুঁজে খুঁজে সুগন্ধ ফুলটি পেলে তার উপর গিয়ে ব'সে মধুটুকু টেনে নেয়। সেইরূপ সজ্জনেরা লোকের গুণই গ্রহণ করেন আর পামরেরা লোকের দোষ খুঁজে বার করে। এখন বলো, তুমি মাছির ন্যায় পামর হবে, না মৌমাছির ন্যায় সজ্জন হবে ?

এই সময় গুরুদেবের আজ্ঞায় আমি গান গাইলাম—

রজোগুণ সমুদ্ভূত;কাম ক্রোধ বিষম অরি,
(তা'রা) দুষ্পূর অতীব উগ্র,সাধন পথের বিঘ্নকারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূমেতে বহ্নি যেমন, মলেতে যথা দর্পণ,
কামনায় আত্মজ্ঞান, ঢেকেছে তেমনি করি ॥
অজ্ঞানী সাধনা বিনে (তাদের) সাধ্য কি রাখে শাসনে
গুরু লঘু নাহি মানে এরা ভয়ঙ্কর অরি।
বদ্ধ জীবের অন্তরে, এ দুই পাপী বিরাজ করে।
সামান্য বায়ু-সঞ্চারে (ওরা) ওঠে উগ্র মূর্ত্তি ধরি।
(হ'য়ে) আত্মদর্শন যোগে রত, এই দুই শত্রু কর হত,
পাবে গুরু-কৃপা অবিরত, দেখ আত্মজ্ঞানের আলো ধরি ॥

চোখ বুজে স্থির ভাবে গান শুনে গুরুদেব বললেন—কাম ও ক্রোধ এই দুটিই প্রধান রিপু। লোভও কম নয়। রজগুণ থেকে এদের উৎপত্তি। "সংকল্পমূলঃ কামঃ বৈ"—মনের সংকল্প থেকেই কাম উৎপন্ন হয়। মনে যাতে সংকল্প না ওঠে তার জন্য সচেষ্ট থাকা দরকার; শুক্র ক্ষয় করার চাইতে রক্ষায় তৃপ্তি বেশী। মনে কাম-সংকল্প হ'তেই দেহের রক্ত হ'তে শুক্র তৈরী হ'য়ে যায়। শুক্র তৈরী হ'লে তা বার হবেই। ভোগে রোগ ভয়ং, যত ভোগ তত রোগ। সংযমীর রোগ হয় না। মাতৃবৎ পরদারেষু—পরস্ত্রীকে মায়ের মত দেখবে। আগে এই সব নীতির উপদেশ লোকেরা পেতো। এখন আর এ সব সৎ শিক্ষা নেই বললেই চলে। তখনকার দিনে কারুরই চশমার দরকার হ'তো না। এখন প্রায় সকলেরই চোখে চশমা। কারণ কি বুঝতে পারো! রাস্তায় একটা মেয়ে লোক গেলে সকলেই ফিরে ফিরে তার দিকে তাকাবে। তাও শুদ্ধ ভাবে নয়। ফলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে কামের আবেশ হয়, শুক্র তৈরী হয়, সে শুক্র শরীর হ'তে বার হ'য়ে যায় আর চোখের জ্যোতি কমতে থাকে।

মানুষের মধ্যে অনর্গল ভোগের প্রবৃত্তি থাকে। ধর্ম্ম সংযম শেখায়। ধারণ করে বলেই সংযম-শক্তিকে ধর্ম্ম বলা হয়। এখন এমন যুগ যে শিক্ষিত লোকেরা ছেলে-মেয়েদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লজ্জা বোধ করেন। তাই ছেলে-মেয়েরা সংযম-শক্তি হারিয়ে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে যাচ্ছে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ তো ধর্ম্মের বহিরাবরণ। যথার্থ ধর্ম্ম বা সংযম-শক্তি তো মানুষের অন্তরে। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্—ধর্ম্মের তত্ত্ব অন্তঃকরণ-রূপ গুপ্তস্থানে নিহিত।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় বলছেন। তার মধ্যে প্রথমই যম। যমের লক্ষণ লিখেছেন অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও দানগ্রহণ না করা—এই পাঁচটাকে ধর্ম্মসাধনের মৌলিক লক্ষণ বলেছেন। কায়মনোবাক্য কোনো প্রাণীর অনিষ্ট না করা অহিংসা, সত্য বলা, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা এবং দান বা অপরের অনুগ্রহ না নেওয়া। পিতার কি নিজ পুত্রদের এই পাঁচটি ধর্ম্মের মৌলিক নিয়ম পালন করতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়? তবে কি তাঁরা ছেলেদের মারামারি করতে, মিথ্যা বলতে, চুরি করতে, উচ্ছৃঙ্খল হ'তে, দান নিতে শিক্ষা দেবেন?

যমের দ্বিতীয় স্তরের নিয়মও পাঁচটা—শৌচ, সন্তোষ, তপ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরোপসানা। এগুলি ধর্ম্মের গৌণ অঙ্গ। মনু বলেছেন—

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥

যমের সেবা সতত করবে। নিয়ম নিত্য নয়। যারা কেবল নিয়ম পালন করে, যম করে না, তারা পতিত হয়। আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে স্নান, উপবাস, গীতাপাঠ, পূজা উপাসনা খুব নিয়মপূর্বক করা হয় অথচ লোককে বেশ কড়াকড়া দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়, 'মুখ থেকে প্রায়ই অসত্য কথা বার হয়, অপরের জিনিষ অরক্ষিত অবস্থায় দেখলে নিজের ঘরে এনে সামলে রাখেন, পরস্ত্রীর প্রতি লোভ বেশ আছে,' আর লোকের কাছে হাত তো পেতেই আছেন!

আমি প্রত্যক্ষ জানি—শাশুড়ী পুত্রবধূকে অযথা তিরস্কার করলেন আর তার পরেই গিয়ে পূজো করতে বসলেন। কটু কথা ব'লে লোকের প্রাণে আঘাত দিয়ে, বাচনিক হিংসা ক'রে প্রধান ধর্ম্ম যমের প্রথম ধর্ম্মটিকে নষ্ট ক'রে নিয়মের সেবা পূজা করলে পতনই হবে। যিশু খৃষ্ট তাঁর এক শিষ্যকে উপাসনার পূর্ব্বে বলেছিলেন "তোমার কোনো প্রতিবেশী যদি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন তবে তুমি আগে গিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট ক'রে এসো, তার পর উপাসনা ক'রো।"

যমের পাঁচটী অঙ্গের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের একটী প্রধান অনুষ্ঠেয় কার্য্য। যিনি কামকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সংযম আশ্রয় ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক, আর তিনিই যথার্থ সুখী।

এমন কাজ করবে আর লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করবে যেন কেউ তোমায় মন্দ বলতে না পারে। 'লোকে যদি বললো ছি, তবে আর রইলো কি?' মানুষ চায় নিজের পরিচিতদের মধ্যে একটু সম্মানের সহিত থাকতে। আসামের লোকেরা কি আমেরিকার সাহেবরা তোমায় কি বলে তার জন্য তোমার কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু তোমার আফিসের সহকর্ম্মীরা কি পাড়ার লোকেরা তোমায় মন্দ বললে তোমার গায় লাগে। সুতরাং নিজের সুনাম বজায় রাখতে তোমাকে সর্ব্বদা খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। তাদের মুখের একটু প্রশংসা পাবার জন্য তোমাকে খুব সংযত হ'য়ে ব্যবহার করতে এবং কথা বলতে হবে।

প্রশংসায় আনন্দ আর নিন্দায় দুঃখ।

প্রতিদিন এক অধ্যায় ক'রে গীতা পড়বে। বাঙ্গলা পদ্যেও গীতা পাওয়া যায়। পড়তে পড়তে ভাব খুলতে থাকবে, আনন্দ পাবে, ত্যাগের ভাব আসবে। ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্ (গীতা)— ত্যাগ ক'রে দেখো পরক্ষণেই শান্তি। ঝগড়া-স্থলে জিতবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও জিতবার আশা ত্যাগ ক'রে যে চুপ ক'রে গেল তারই শান্তি, তারই জিত। এক গ্রামে এক বৃদ্ধ মৌলবী আর অন্য গ্রামে এক যুবক মৌলবী থাকতেন। উভয়ের মতের মিল ছিল না। এক বার যুবক মৌলবী মধ্যের এক গ্রামে এসে তার চেলাদের বৃদ্ধ মৌলবীকে ডেকে আনতে পাঠিয়ে দিলেন, বিচার হবে যে কার মত

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক। বৃদ্ধ মৌলবী প্রস্তাব শুনেই বললেন—"বল গিয়ে যে আমিই হেরে গিয়েছি।" চেলারা ফিরে এসে একথা বলতেই যুবক মৌলবী খুব লজ্জিত হ'লেন। আর ঐ বৃদ্ধ মৌলবীর কাছে গিয়ে তাঁকে সেলাম করে বললেন—"আপনিই যথার্থ মৌলবী " ইচ্ছা করলে বৃদ্ধ মৌলবী জিততে পারতেন। কিন্তু তিনি কোন লোককে তর্কে হারিয়ে তার মনে ব্যথা দেওয়াকে অধর্ম্ম মনে করলেন। ফলে জিত তো তাঁরই হ'লো।

একদিন গুরুদেব আসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে বহু শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী বিরাজমান। একজন শিষ্য প্রশ্ন করলেন ঃ ভগবানের দর্শন লাভ কি ক'রে হ তে পারে ?

গুরু ঃ 'ভগবানকে দর্শন করলে তোমার কি লাভ হবে ?'

শিষ্য ঃ 'শুনেছি ভগবান এসে বর দিলে এ সংসারে খুব সুখে শান্তিতে থাকা যায় আর মৃত্যুর পরেও মুক্তি হয়।'

গুরু ঃ 'আচ্ছা, মনে করো ভগবান এসে তোমায় বর না দিয়ে যদি অভিসম্পাত দেন তবে সেই ভগবানকে তুমি চাও কি ?'

শিষ্য ঃ 'না, তা' চাই না।'

গুরু ঃ 'তোমার কথার দ্বারা প্রতিপন্ন হ'লো যে তুমি ভগবানকে চাও না ; তুমি চাও ভগবানের মারফতে নিজে সুখে শান্তিতে থাকতে আর মুক্তিলাভ করতে। বল, সত্য কি না ?'

শিষ্য ঃ 'হাঁ গুরুদেব, আপনার কথাই সত্য, আমরা নিজের সুখই চাই। নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবানের সুখের জন্য ভগবানকে চাই না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু : 'আচ্ছা, এই যে তুমি ভগবানকে দেখতে চাও, সেই তুমি কে — তা' নির্ণয় করেছ কি ? তোমার স্বরূপ নির্ণীত হ'লে বাস্তবিক তোমার সাংসারিক সুখ চাই কি না আর সেই সুখ কোন কোন স্থান থেকে আসতে পারে তা' পরে ভাবা যাবে।'

শিষ্য : 'আমি একজন মানুষ—দেহধারী চেতন জীব—এই তো জানি।'

গুরুদেব শিষ্যের একখানা হাত দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : 'এটা কি ?'

শিষ্য : 'এটা হাত।'

গুরু : 'কার হাত ?' শিষ্য : 'আমার হাত।'

গুরু : "আমার" শব্দ সম্বন্ধ কারক, সম্বন্ধ দুইয়ের মধ্যে হয় হাত যখন তোমার তখন "তুমি" আর "তোমার হাত" দুই বস্তু। এইরূপ তোমার পা, তোমার মাথা, তোমার চক্ষু, তোমার মন সবই তোমার। অর্থাৎ তোমা হ'তে পৃথক।'

শিষ্য : 'দেহ-ইন্দ্রিয়-মন সব কিছু বাদ দিলে আর আমি কি রইলাম ?

গুরু—যে আমার আমার করে, সেই আমি। তুমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তুমি চেতন আত্মা। মন তো জড় বস্তু। তোমার একটু খানি ছায়া পেয়ে সে অহঙ্কারে উন্মত্ত। একবারও ফিরে দেখে না যে তার যা নিজের স্বরূপ মূল তত্ত্ব তার এই সংসারে কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি আপ্তকাম নিত্যানন্দময়। মন নিজের যথার্থ স্বরূপ ভুলে বহির্মুখী হ'য়ে সংসারে সুখ খুঁজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেড়ায়। কিন্তু সাংসারিক জড় বস্তুর মধ্যে সুখ কোথায়? সুখ অন্তরের জিনিষ। যতক্ষণ মন বাইরের সুখ খোঁজে ততক্ষণ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চঞ্চলতার নিবৃত্তি হয় না। আশার বস্তু পেলে সে নিজের মধ্যে ফিরে আসে। আর তখনই সে শান্ত হয়। শান্ত জলে সূর্য্যের স্থির প্রতিবিম্বের মত ঐ স্থির মনে অন্তরস্থ আনন্দময় আত্মার ছায়া পড়ে; তখন সে সুখাকারে পরিণত হয়। এই অবস্থাকেই লৌকিক সুখানুভূতি বলা হয়। এখন সহজেই বুঝতে পারো যে মনের মধ্যে সুখের ছায়াকেই লোক সুখ মনে করে। মানুষের ছায়া কি মানুষ? সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কি সূর্য্য? এ কথাও কি তোমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে? আর এক কথা। বিষয়-সংস্পর্শ-জনিত যে সুখ অনুভূত হয় তা' তো ক্ষণিক; পরক্ষণেই আবার দুঃখের অনুভূতি। আত্মার সুখ নিরবচ্ছিন্ন, মনকে সেই দিকে ফিরিয়ে সেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করতে চেষ্টা করো। তার পর দেখবে যে সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী সুখে আর তোমার কোনই প্রয়োজন নেই। সুতরাং ভগবানকে লাভ করবার জন্য কৃচ্ছ্র সাধন-ভজনও আবশ্যক করে না।'

শিষ্য: 'তবে কি বিশ্বের মানব আলেয়ার পেছনে ছুটছে?'

গুরু: 'এইটেই তো মহামায়ার প্রভাব। মায়া, ইন্দ্রজাল বা ভেল্কি যা নয় তাই দেখায়, তোমরা কি মনে করো, তোমাদের ভগবান একটি হাত-পা-ওলা জীব? "সাংশস্য ঘটবৎ নাশঃ"—যার অংশ বা অঙ্গ আছে সে ঘটের ন্যায় ধ্বংসশীল। যদি ভগবান অংশ বা অঙ্গ যুক্ত হন তবে তাঁরও নাশ হবে, নাশ হ'লে তার জন্মও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুমান করা যাবে। যার আদি আছে তার অন্ত হয়। যার অন্ত আছে তার আদি থাকে। তাহ'লে এই সংসারের সৃষ্টি-কর্ত্তা ভগবানের যদি আদি বা জন্ম থাকে তবে প্রশ্ন হবে 'তার জন্মদাতা কে?' তারপর, তার জন্মদাতা, তার জন্মদাতা—এইরূপে অনবস্থা দোষ এসে পড়ে ; সুতরাং ভগবানকেই অনাদি, অনন্ত, জন্মমৃত্যুরহিত ব'লে স্বীকার করতে হবে। এখন বিচার করো, সেই ভগবানের স্বরূপ কি? এই সৃষ্টি কিছু আপনা আপনি হয় নি। 'কিছু না' থেকে কিছু হয় না। এই যে বাড়ীখানা দেখতে পাচ্ছ, এটা কি আপনা আপনি হয়েছে? কাদামাটিগুলি আপনা আপনি ইট হ'লো, ইটগুলি আপনা আপনি পোড়ানো হ'লো, তারপর তারা আপনা আপনি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে দেওয়াল তৈরী হ'লো ; জঙ্গলের গাছগুলি আপনা আপনি চিরে এসে দরজা জানলা কড়িকাঠ তৈরী হ'লো, কতকগুলি সুরকি-চূণ আপোসে মিশে হড় হড় ক'রে উপরে উঠে ছাদ তৈরী হ'য়ে গেলো। তোমরা বলবে, না, তা' পারে না। একজন বুদ্ধিমান লোক প্ল্যান ক'রে মালমসলা সংগ্রহ ক'রে এই সুন্দর বাড়ীখানা তৈরী করে দিয়েছেন। গঙ্গার ওপারে বালির চড়ায় দেখেছো, কোনো খানটা উঁচু, কোনো খানটা নীচু। জল প্রবাহে বালু এসে ঐ রকম উঁচু নীচু অসমান বিশৃঙ্খল চড়া তৈরী হতে পারে। কিন্তু এই সুন্দর বাড়ীখানার যেখানে যে দরজাটি দরকার ঠিক সমান মাপের তৈরী করতে এর পেছনে বুদ্ধি শক্তির প্রয়োজন। ঠিক সেইরূপ এই সুশৃঙ্খল সৃষ্টির পেছনে চেতন সত্তার অস্তিত্ব আবশ্যক। এই শরীরটাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ, কত লক্ষ নিয়মে বাঁধা। আজ সত্তর বছর ধরে এতে অন্নজল দিচ্ছি আর তা' ভেতরে গিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রস-রুধির-মাংস-হাড়-চামড়া তৈরী হ'য়ে যাচ্ছে। এক দিন বা এক ক্ষণও বিরাম নেই। এমনই সুশৃঙ্খল এই শরীর-যন্ত্র. চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, আবার পৃথিবী চন্দ্রকে নিয়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে, এক ক্ষণেরও নড়চড় হয় না। বৈজ্ঞানিকরা বলেন— "পরমাণুরা আপোসে গিলে বিশ্ব সৃষ্টি ক'রেছে।' কিন্তু চেতনতা জড় পরমাণু থেকে কি করে এলো আর পরমাণুরাই বা গতি পেলো কার থেকে তার কোনই উত্তর বিজ্ঞানে নেই। একজন বৈজ্ঞানিককে ব'লতে শুনেছি "হয় তো সৃষ্টির আরম্ভে পরমাণুগুলিকে চালিয়ে দেবার জন্যে একটু চেতন শক্তির প্রয়োজন হয়েছিলো, এখন আর তার কোনো প্রয়োজন নেই। এখন পরমাণুরা আপনা আপনি কাজ ক'রে চলেছে।"

আমি বলি: 'সেই চেতন শক্তি এখনো প্রতি পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন, আর তিনি এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত শৃঙ্খলা নিয়মিত করছেন। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ ক'রে দেখেছি, হিমালয়ের অত্যুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ী জাতির মধ্যে ছেলেও আছে, মেয়েও আছে, আবার দক্ষিণ দেশে তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রীদের দেশে গিয়েও দেখেছি, ছেলেও হ'চ্ছে, মেয়েও হ'চ্ছে। তোমরা জানো যে এদেশে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির বিয়ে হয় না। যদি এক দেশে মেয়ে আর এক দেশে ছেলে হ'তো তবে বিয়েও হ'তো না আর সৃষ্টিও বাড়তো না, দেশ উচ্ছন্ন হ'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেতো। যদি অন্ধ প্রকৃতি বা জড় পরমাণু সংসারের এই সুশৃঙ্খলার নিয়ামক হ'তো তবে দুই এক শতাব্দীতেই পৃথিবী জনশূন্য হ'য়ে যেতো। বাস্তবিক পক্ষে এক অদৃশ্য চেতন শক্তি প্রতিনিয়ত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় নিয়ম-প্রণালী অব্যাহত রাখছেন।'

শিষ্য : 'তবে কি গুরুদেব সেই সর্বব্যাপক সূক্ষ্ম অদৃশ্য চেতন শক্তিকেই ঈশ্বর বলা হয়?'

গুরু : 'হ্যাঁ, তিনিই ঈশ্বর। তোমাদের প্রার্থনা স্তুতি নতি ক্রন্দন তাঁর কাছে পৌঁছায় না। তাঁকে বাইরে কোথাও খুঁজে পাবে না, তাঁকে পেতে হলে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁছুতে হবে। সাধক গেয়েছেন: 'ডুব দে রে মন কালী ব'লে, হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে —'। শ্রুতি বলেন : 'কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগ্ আত্মানং ঐক্ষৎ, আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বং ইচ্ছন্'—কদাচিৎ কোনো ধীর ব্যক্তি চক্ষুরাদি মন পর্য্যন্ত সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় গুলিকে প্রত্যাবৃত্ত ক'রে অমৃতত্ব বা অনন্ত আনন্দ লাভ করবার ইচ্ছায় অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তরাত্মাকে দেখতে পান। আমাদের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির পরপারে তিনি বিরাজমান। অন্য শ্রুতি বলেন : 'শিবং শান্তং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ'— অর্থাৎ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সৃষ্টির অতীত চতুর্থ স্থানে অদ্বৈত, শান্ত, মঙ্গলময় আত্মা বিরাজমান আছেন কএথা ঋষিরা মনে করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময় গুরুদেবের আজ্ঞায় আমি গান গাইলাম—

আমাতে যে আমি সকলে সে আমি,
আমি সে সকলি, সকলি আমার।
আমি নিরাকার, নিত্য নির্ব্বিকার,
আমার আমিত্বে জগত প্রচার।
আধেয় আধার আমি সর্ব্বমূলাধার,
স্থূল সূক্ষ্ম রূপে ব্যাপিত সংসার।
রূপ রস গন্ধ আমি অণুবৃন্দ,
উৎপত্তি নিবৃত্তি আমাতে সবার।
পিতারূপে আমি জন্মাই সন্তান,
জননী হইয়া করি স্তন্য দান,
শিশুরূপে পুন করি স্তন্য পান,
এ সব বিচিত্র ব্যাপার আমার।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বারে বারে হয়,
রবি শশি গ্রহ আসে পুনরায়
সোঽহং কিন্তু আমি অচ্যুত অব্যয়,
চরমে তুরীয় আমি মাত্র সার॥

আর একদিন গুরুদেব বললেন—দেখো আর হাসো। দুনিয়ার বিচিত্র ব্যবহার দেখো আর হাসো। দুনিয়ার ঝগড়া, বিবাদ, বিরোধ, সংঘর্ষ, মারামারি, চুরি, ডাকাতি, সংগ্রাম, কৃতঘ্নতা দেখো আর হাসো। যদি সব ব্যাপারেই হাসতে পারো তবে তোমার ভাগে কেবল হাসি আর কেবল আনন্দ। যদি তুমি দুনিয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনো ব্যবহারেই না কাঁদো, অসন্তুষ্ট না হও, তোমার মুখ মলিন না হয় তবে আর তোমায় দুঃখ দেয় কে ?

যদি তুমি কারো ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হও তবে তুমি নিজেই নিজের শত্রু—আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। অসন্তোষ মানে সন্তোষ বা সুখের অভাব অর্থাৎ দুঃখ। অপরাধ করলো সে আর দুঃখী করলে তুমি নিজেকে। বলিহারি তোমার বুদ্ধি !

আমি পূর্ব্বে বলেছি, মানুষের মনের আনা দুঃখই লোকের বাক্যবাণে। নিন্দা, তিরস্কার, গালাগালি এগুলিতো ধ্বনি মাত্র। ধ্বনির মূল্য কি ! দু'পাটি দাঁত, দুই ওষ্ঠ, কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা ও মূর্দ্ধা— 'এই ৮টি স্থানের সংঘাতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম শব্দ বা ধ্বনি উৎপন্ন হয়। স্বরূপতঃ ঐ ধ্বনিগুলির কোনই অর্থ নাই। বিভিন্ন জাতির লোকেরা বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন অর্থ মেনে নিয়েভাব-বিনিময়ের কাজ চালাচ্ছে এইমাত্র। বাংলা 'ভাই' বা 'শালা' শব্দে বাঙ্গালীদের মনেই রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হ'তে পারে। ইংরেজ, চিনা, জাপানী বা নিগ্রোদের মনে ঐ ২টি শব্দে কোনই ভাব উৎপন্ন হবে না। রোদ, বাতাস, জলের ব্যবহারে বিশ্বের সমস্ত জীবই সমান ভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ এগুলি প্রাকৃতিক। এইরূপ যদি ধ্বনি বা ভাষাও প্রাকৃতিক হ'ত তবে পৃথিবীর সমস্ত মানব আমাদের 'ভাই' ও 'শালা' শব্দে আকৃষ্ট বা ক্রোধিত হ'ত। তা যখন হয় না তখন বুঝতে হবে যে ধ্বনিগুলির স্বরূপতঃ কোনই অর্থ নাই। কিছু দিন যাবত নিরন্তর মনন ক'রে যদি তুমি স্থির নিশ্চয় করতে পারো যে মুখ হ'তে উচ্চারিত ধ্বনিগুলির কোনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ নাই তবে আর কোনো প্রকার অপশব্দে তোমার চিত্তকে বিকৃত করতে পারবে না। বিচার দ্বারা এই শব্দতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হ'লে জীবনে কতখানি লাভ হ'ল !

শব্দ বা ধ্বনিকে মিথ্যা জেনে নিজে ভালভাবে ব্যবহার করলে তাতে লাভই হবে। তা' কোনো অবস্থায়ই তোমার বন্ধন বা দুঃখের কারণ হবে না।

এইরূপ বিচার করলে দেখবে সংসারের সমস্ত জিনিষই মিথ্যা। এই যে সুন্দর বাড়ীখানি দেখছো এটি একেবারেই নাই। একয় একখানি ইট খুলে বাইরে ফেলে দেও দেখবে বাড়ী হাওয়া হ'য়ে উড়ে গেছে। ইটগুলির মধ্যে বাড়ীর একটু অংশও খুঁজে পাবে না। ঐ যে গঙ্গার পুল, কত সুন্দর, কত মজবুত, কত লক্ষ লক্ষ লোক, কত হাজার হাজার গাড়ী ওর উপর দিয়ে আরামে চলে যাচ্ছে, ওটা কি আছে ? লোহাগুলি খুলে ফেলে দিয়ে দেখো— কোথায় পুল ? তুমি যে সুন্দর জামাটি পরে আছো, ওটি কি আছে ? কাপড়ের টুকরোগুলির সেলাই খুলে ফেলো, তখন দেখবে কোথায় জামা ? কাপড়ের কয়েকটি টুকরো মাত্র। কাপড়ের ঐ টুকরোগুলিও সুতোগুলি খুলে নিলে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। তারপর সুতোগুলিই কি আছে ? নখ দিয়ে ধীরে ধীরে ঐ সুতো-গুলি থেকে একটু একটু ক'রে তুলো খুঁটে বার করো, দেখবে সুতো অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, রয়েছে একটুখানি তুলো মাত্র। তুলোও কি আছে ?

এবার তুলো বিশ্লেষণ করতে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। এত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণ হাত কাজ দিচ্ছিল এখন আর হাত কাজ দেবে না। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার দরকার। তুলো পাঞ্চভৌতিক বস্তু। পাঁচটি ভূতই ওর মধ্যে আছে। ওর স্থূল পরমাণুগুলি পৃথিবীর অংশ, যাতে ভার আছে। তুলোর মধ্যে জলীয় অংশও আছে, কারণ পোড়ালে ধোঁয়া বার হয়। তেজ তো সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তুলোয় আগুন দিলে জ্বলে ওঠে। তুলোর মধ্যে বায়ু চলাচল করে আর সর্ব্বব্যাপক আকাশ তো আছেই। তুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার করলেও এই বিষয়টা বুঝতে পারবে। বীজ বপন করা হ'লো, মাটির রস পেয়ে গাছ বাড়তে লাগলো, রসের মধ্যে পৃথিবীর ও জলের পরমাণু আছে। গাছের ভিতরটা একটু গরম, সুতরাং ওর মধ্যে তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব বিদ্যমান। সূক্ষ্ম বায়ু গাছের মধ্যেও আছে। অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপক আকাশ ত আছেই। এই পঞ্চভূতের সমষ্টি গাছ হ'তে শিম হ'লো, ঐ শিম পুষ্ট হ'য়ে পেকে তুলো বার হ'লো। এখন তার উপাদান এই পাঁচ ভূতকে পৃথক করলে তুলো ব'লে কোনো বস্তু থাকতে পারে না।

এই পাঁচ ভূতও মৌলিক বস্তু নয়। এদের বিশ্লেষণ করতে তোমার বুদ্ধিও কাজ দেবে না। যে বিষয়ে বুদ্ধি কাজ দেয় না তার তত্ত্ব জানতে শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। বেদবেদান্ত বলেন—"সদেব সোম্য ইদং অগ্রে আসীৎ"—এই সৃষ্টির পূর্ব্বে 'সৎ' বা সর্ব্বব্যাপক পরম মহান্ আত্মা বা ব্রহ্ম ছিলেন। "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী চ উৎপদ্যতে"—সেই ব্রহ্ম বা এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা হ'তে আকাশ উৎপন্ন হ'লো, আকাশ হ'তে বায়ু, বায়ু হ'তে অগ্নি, অগ্নি হ'তে জল, জল হ'তে পৃথিবী উৎপন্ন হ'লো। স্থূলের কারণ সূক্ষ্ম এ তোমরা জানো, যেমন বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে জল, জল থেকে বরফ। আবার স্থূল বস্তু নিজ কারণ সূক্ষ্মে লয় প্রাপ্ত হয় তাও তোমরা জানো, যেমন বরফ গলে জল হয়, জল বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়। এই নিয়মে তুলোর পার্থিব অংশ জলে, জলীয় অংশ তেজে, তেজ বায়ুতে, আর বায়ু আকাশে পরিণত হবে। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিচারে তুলো আকাশ হ'য়ে যাবে। শাস্ত্র বলেন আকাশের উৎপত্তি আত্মা থেকে। তাই আকাশও আত্মাতে লীন হ'য়ে যাবে।

এই বিচারে স্থির হ'লো—জামা মানে তুলো, তুলো মানে আকাশ আর আকাশ মানে আত্মা বা ব্রহ্ম। এই নিয়মে বিচার করলে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মে পরিণত হবে। তাই উপনিষদ বলেন "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"—এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতে কোনো বস্তুই নেই—জগৎ মিথ্যা।

আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি। মনে করো তুমি কাশীর কোনো ছোট একখানি ঘরে রাত্রে ঘুমিয়ে আছো। তোমার মস্তিষ্কের শক্তিরূপ অণুবৎ মন দেখলো—'কোলকাতার প্রকাণ্ড শহর, কত গাড়ী-বাড়ী, লোকজন, চেঁচামেচি, হাঁকডাক, মারামারি, পুলিশে কাকেও ধ'রে প্রহার, আর মাথা ফেটে রক্তারক্তি।' সবই তো কল্পনা, কিছুই তো নেই। তোমার অণুবৎ মনের মধ্যে অতো বড়ো একটা শহর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকবার জায়গাই তো নেই। অথচ তোমার স্বপ্নের জীবেরা সেই সময়টুকুর জন্যে পরস্পর পরস্পরকে সত্য ব'লেই মনে ক'রে ব্যবহার করে। মায়ার কল্পনায় উৎপন্ন জীবেরাও সেইরূপ পরস্পরকে সত্য মনে ক'রে ব্যবহার করে। বেদান্ত বলেন— "অদ্বিতীয়ে ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়ং অখিলং জগৎ" অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে এই সমস্ত জগৎ স্বপ্নবৎ। "গচ্ছতি ইতি জগৎ"—যা চ'লে যায়, একটুও দাঁড়ায় না তাই জগৎ। সিনেমার ছায়াবাজির মত সিনেমার পর্দায় কত লোক, কত গাড়ী, কত পাহাড়-পর্বত এলো আর চ'লে গেলো—অথচ কোথাও কিছু নেই। সিনেমায় কোন অভিনেত্রীর সুন্দর মুখ দেখে লোকের তৃপ্তি হয় না। এমনই মোহে আচ্ছন্ন যে সেই মুখ দেখবার জন্যে ১০ বার ২০ বার সেই একই সিনেমা দেখতে যায়। আমি বলি, ওরে বোকা, কোথায় সুন্দর মুখ ? ওতো ছায়া, সারা জীবন ছায়ার পেছনে ছুটবি ?

এই জগতেরও সবই ছায়া, সবই মায়া, সবই ভেল্কি, সবই ইন্দ্রজাল ! এইরূপ জগৎকে মিথ্যা জেনে ব্যবহার করলে সে আর তোমাকে মোহিত ক'রে দুঃখ-শোকে অভিভূত করতে পারবে না। বেদান্ত বলেন—

বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরঃ মৈত্রীমেতি ন চৌরতাম্।

চোরকে জেনে তার সেবা (অতিথি-সৎকার) করলে সে মিত্র হয়, চুরি করতে পারে না। মনে করো একজন লোক কোন গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ী সন্ধ্যার সময় গিয়ে অতিথি হ'লো। গৃহস্থ দেখেই চিনলেন যে এই লোকটা একবার চুরি ক'রেছিলো। কিন্তু কি করবেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকটা যখন এসে রাত্রের মত আশ্রয় চাইছে তখন আশ্রয় দিতে হ'লো। খাইয়ে দাইয়ে লোকটীকে বৈঠকখানায় শুতে দিলেন, ঘরের ভিতরদিকে তালা লাগিয়ে আলো জ্বালিয়ে রাখলেন এবং খুব সতর্ক হ'য়ে রইলেন। লোকটী সকালে উঠে যাবার সময় গৃহস্থকে বন্ধুর মত উপদেশ দিয়ে গেলো—"আপনি খুব বুদ্ধিমান লোক, আর বেশ সাবধান, আপনি ভিতরের দরজায় তালা লাগিয়েছিলেন, ঘরে আলো জ্বেলে রেখেছিলেন, আর রাত্রে যত বার আমি জেগেছি, আপনার সাড়া পেয়েছি। অপরিচিত লোক বাড়ীতে এলে এইরূপ সাবধান হাওয়াই উচিত।" চোরকে জেনে তার সেবা করায় এবং অত্যন্ত সাবধান থাকায় সে চুরি তো করতে পারলোই না, উপরন্তু বন্ধুর মত উপদেশ দিয়ে গৃহস্থের উপকার করে গেলো। এইরূপ এই সংসারকে মিথ্যা জেনে এর সঙ্গে ব্যবহার করলে সর্ব্বদা আত্মদৃষ্টিতে সতর্ক থাকলে এ ভাবের ঘরে চুরি করতে অর্থাৎ তোমাকে মোহমুগ্ধ ক'রে নাস্তানাবুদ করতে পারবে না।

তখন যা দেখবে তাইতেই হাসবে। দুঃখ, শোক, অসন্তোষ তোমার ধারেও আসতে পারবে না। তোমার জীবন আনন্দময় হ'য়ে যাবে।

আর একদিন গুরুদেব বলতে লাগলেন—শোক-দুঃখ হ'তে মুক্ত হাবার উপায় সম্বন্ধে একদিন তোমাদের বলেছি। আজ আর একটু বিশদরূপে বোঝাবো।

সৃষ্টি ২ রকম—এক ঈশ্বর-সৃষ্ট আর দ্বিতীয় মানুষের মনঃকল্পিত। ঈশ্বর-সৃষ্ট এই সংসার জীবের শোক-দুঃখের কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয় কিন্তু মানুষের মন-কল্পিত সৃষ্টি অর্থাৎ মনোময় জগৎই শোক-দুঃখের কারণ। মনে করো, একটী ছেলে হ'লো। বাপ 'আমার পুত্র' ব'লে কল্পনা ক'রে অন্তঃকরণে তার ছাপ বা ফটো নিতে থাকলেন। ছেলে যতোই বড়ো হ'তে থাকলো বাপের মনের ছাপও ততো গভীর হ'তে লাগলো। সেই ছেলে বিদেশে গেলো। কিছু দিন পরে একটা লোক এসে বাপকে জানালো যে তার ছেলেটী মারা গেছে। শোনা মাত্রই বাপের মনের পুত্র ম'রে গেলো আর বাপ পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন। অথচ ঈশ্বর-সৃষ্ট পুত্র কিন্তু তখনো বেঁচে আছে। পক্ষান্তরে তার পুত্রটী বিদেশে মারা গেছে। সংবাদ না পাওয়ায় বাপের মনোময় পুত্র অবিকৃতই আছে। তাই তিনি তাস খেলছেন, খাচ্ছেন, আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছেন। এইরূপ বিচারের নাম অন্বয়-ব্যতিরেক। ঈশ্বর-সৃষ্ট পুত্রের থাকা না থাকার সঙ্গে বাপের সুখ দুঃখের সম্পর্ক নাই; কিন্তু মনোময় পুত্রের থাকা না থাকায়ই বাপের সুখ দুঃখ. এই জন্যই বেদান্ত বলেছেন—

তস্মাৎ সর্ব্বস্য জীবস্য বন্ধকৃৎ মানসং জগৎ।
এইজন্য মনোময় জগৎই সকল জীবের বন্ধনের কারণ।

পুত্র ঈশ্বরসৃষ্ট। বাপ মা নিমিত্ত মাত্র। বাপ কি ছেলের একটি নখ, এক গাছি চুল, একটি হৃৎপিণ্ড, একটু রক্ত তৈরী করতে পারে? একটু জীবনী শক্তি দিতে পারে? তবে সে কেমন করে বলে 'আমার পুত্র'? পরের ছেলেকে আপন মনে করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত বড় মোহ, কত বড় অজ্ঞনতা ! বাপের মনে করা উচিত ঈশ্বর আমার কাছে পুত্রটী গচ্ছিত রেখেছেন। তাকে পালন করা, সৎ শিক্ষা দেওয়া, রোগ হ'লে চিকিৎসা করা আমার কর্তব্য। তাঁর যে দিন ইচ্ছা হবে নিয়ে যাবেন। তাতে আমার শোক করার কি কারণ হ'তে পারে ! সংসারের যাবতীয় ঈশ্বরসৃষ্ট ব্যক্তি ও বস্তু সম্বন্ধে মনে এইরূপ ভাব রাখলে জীবনে কখনই শোক পেতে হয় না। অর্থাৎ মনে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ছায়া নেবে না। মমতা-রহিত হ'য়ে ব্যবহার করবে। তাতে তোমার মনে নিরন্তর আনন্দই থাকবে। ঈশ্বর-সৃষ্ট-পত্নী পুত্রাদি ব্যক্তি ও বিষয় সম্পত্তি গৃহ ক্ষেত্রাদি বস্তু তোমার আনন্দের সহায়ক। পত্নী কত আনন্দ দেয় ! তাকে নিজের না মনে ক'রে ঈশ্বরের গচ্ছিত জেনে যথাযোগ্য আদরের সহিত তার রক্ষা ও পালন করলে সারা জীবন আনন্দই পাওয়া যাবে। প্রায়ই দেখা যায় লোকেরা জীবের স্বরূপ না জানার দরুণ অজ্ঞানবশে পত্নীকে আপন মনে ক'রে তার সঙ্গে নিকৃষ্ট ব্যবহার করে, তাকে ধমকায়, গাল দেয়, প্রহার করে যাতে ক'রে তারা সারা জীবন দুঃখই পায়। পুত্র গৃহস্থাশ্রমে ঈশ্বরের একটী পরম মঙ্গলময় দান। তার লালন পালন, শিক্ষা, রোগ হ'লে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা যথাযথরূপে করা হ'লে সমস্ত জীবন তার থেকে আনন্দই পাওয়া যেতে পারে ; বৃদ্ধাবস্থায় সে রোজগার ক'রে খাওয়ালে বাপ নিশ্চিন্ত মনে আত্মচিন্তা করতে পারবে। এইজন্যই বেদান্ত বলেছেন—

অবাধকং সাধকং চ দ্বৈতং ঈশ্বরনির্মিতম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর-নির্মিত দ্বৈত ব্যক্তি ও বস্তু সাধক-জীবনে বাধা দেয় না। বরং সহায়ক হয়।

বরিশালের এক ভদ্র লোকের একটী মাত্র পুত্র এম. এ. পাশ ক'রে চাকরী পায়। চাকরীতে যোগদান করবার আগে বাড়ীতে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। হঠাৎ তার মৃত্যু হয়। মা কেঁদে অস্থির। বাপ স্থির ধীর শান্ত। তখনকার সব কর্তব্য সমাধা করলেন, যেন কিছুই হয় নি। সংসারে এরূপ লোক আছে। এই কাশীতেও এরূপ লোক দেখেছি। সুতরাং সংসারের কোন লোকের সহিত মমত্ব-সম্বন্ধ না রেখেও জীবন চালান যায় যাতে শোক-দুঃখের লেশও স্পর্শ করতে পারে না।

এইরূপ শত, সহস্র উপদেশ দিয়ে গুরুদেব লোকের অশেষ কল্যাণ ক'রে গিয়েছেন। কাশীধামে যুগে যুগে মহাত্মাদের আবির্ভাব হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী মহারাজ কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভূতি ছিলেন। এরূপ অদ্বৈত জ্ঞানী জগতে দুর্লভ। আমরা তাঁর চরণ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হয়েছি।

বার্দ্ধক্যের দরুণ গুরুদেবের শরীর রুগ্ন হ'য়ে পড়েছিল। শেষে ১৩৫৬ সালের ২রা ফাল্গুন কাশীর গঙ্গাতীরে এই রাণামহলের বাড়ীতে তিনি এই নশ্বর শরীর ত্যাগ ক'রে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁর পার্থিব শরীরকে গঙ্গাগর্ভে জলসমাধি দেওয়া হয়।

গুরুদেব বলতেন—"ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" (শ্রুতি)—তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় প্রাণের উপরে গমন হয় না; এই স্থানেই ব্রহ্ম-সমুদ্রে সম্যকরূপে লীন হ'য়ে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেবের নির্ব্বাণলাভের পর হ'তে প্রতি বৎসর ঐ দিনটিতে আমরা তাঁর স্মৃতি উৎসবের আয়োজন ক'রে আসছি। বিকেলে সভায় তিন চার শত লোক সমাগম হয়। সভার আরম্ভে গুরুদেবের উদ্দেশ্যে আমি এক একটি কবিতা পাঠ করি। তার ছু'টি কবিতা এখানে দিলাম—

১

পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে দেব বিরাজিছ সর্ব্বময়।
বিশ্ব বলি যাহা দেখি তুমি ছাড়া কিছু নয়॥
আজি তব স্মৃতি দিনে তোমাকে স্মরণ করি।
ভক্তির অঞ্জলি আমি তোমার চরণে ধরি॥
জ্ঞানের আলোক ধরি দেখায়েছ সর্ব্ব জীবে।
খুঁজিলে পাবে না কিছু সত্য বস্তু এই ভবে॥
এ বিশ্বের যাহা কিছু ভাবিছ তোমার বলি।
কালেতে উদয় ইহা যাইবে কালেতে চলি॥
স্বপন কালেতে যথা সুখ দুঃখ মনে ভাসে।
সুখ দুঃখ নাহি থাকে স্বপন ভাঙিলে শেষে॥
জগতের যাহা কিছু স্বপন সমান হয়।
মোহনিদ্রা ভেঙে গেলে কিছুই নাহিক রয়॥
উত্তিষ্ঠ জাগ্রত বলি জাগায়েছ সকলেরে।
মোহের বন্ধন কাট বিচারের খুর-ধারে॥
ভাঙিলে মোহের ঘুম দেখিবে তখন তুমি।
দেহ, মন, প্রাণ বলি কিছুই নহিক আমি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃসঙ্গ নিষ্ক্রিয় আমি নির্ব্বিকল্প-রূপময়।
সর্ব্বজ্ঞান-ময় আমি নাম রূপ আমি নয় ॥

২

পরম আনন্দময় করুণা-নিধান তুমি।
অখণ্ড রূপেতে আজি প্রণমি চরণে আমি ।।
করিতে জীবেরে দয়া এসেছিলে এই ভবে।
জরা মৃত্যু দুঃখ হ'তে কেমনে তরিবে সবে ॥
মিথ্যা এ জগৎ শুধু ভ্রান্তিই স্বরূপ তার।
চেয়ে দেখ আপনারে ভুলিয়া থেক না আর ॥
আকাশ কুসুম সম ভাসিতেছে এই ধরা।
তাহাতে খেলিছে সবে হইয়া আপন হারা ॥
জ্ঞানের আলোক ধরি তাই সবে দেখাইতে।
গুরুরূপে বিকশিলে মোহনিদ্রা ভাঙাইতে ॥
এ ভব সমুদ্র মাঝে আবর্ত্তে পড়িয়া জীব।
দেখিয়া মায়ার শোভা ভুলে গেছে নিজে শিব ॥
জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, শোক কখনো তোমাতে নাই।
মনের ধরম শুধু অজ্ঞানে মানিছ তাই ॥
জীব-ভ্রান্তি দূর করি আত্মরূপে স্থিত হও।
মুক্তিই স্বরূপ তব, বদ্ধ তুমি কভু নও ॥
স্বপন কালেতে মন আপন কল্পনা-যোগে।
সুখ, দুঃখ তরঙ্গেতে কত না যাতনা ভোগে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজ্জুতে সাপের ভ্রম অজ্ঞানে উদিত হয়।
নিজের কল্পিত সাপে নিজে ভয়ে ভীত হয়॥
সেইরূপ এ সংসার মনের কল্পনা জেনে।
কল্পনা অতীত আত্মা দেখ বিচারিয়া মনে॥
আসিয়া জলদ জাল ঢাকে যথা দিবাকর।
ঢাকে মাত্র নাহি পারে অঙ্গ পরশিতে তার॥
সেইরূপ কাম ক্রোধ মনের বিকার যত।
পারে না স্পর্শিতে জ্ঞানে থাকে সে রবির মত॥

কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম যবে আর নাহি রবে।
প্রশান্ত অন্তর হ'লে আত্মানন্দ লাভ হবে॥
মন বুদ্ধি চিত্তাদিকে চৈতন্য প্রকাশ করে।
স্বয়ং-প্রকাশ আত্মা কেহ প্রকাশিতে নারে॥
এই ভাবে আত্মরূপ বিচারি জানিবে যবে।
জীবন্মুক্ত সুখ তুমি অন্তরে পাইবে তবে॥
মায়ার খেলনা মাত্র দেখিতেছ যাহা কিছু।
মরুভূমি মাত্র ইহা বস্তু না পাইবে কিছু॥
এসেছিলে তুমি দেব জীবেরে কল্যাণ দিতে।
কেমনে তরিবে সবে এ মহা অজ্ঞান হ'তে॥
তোমার করুণা রাশি যেন দেব শিরে ধরি।
মায়ামুক্ত হ'য়ে সদা তোমাকে জানিতে পারি
নবম বার্ষিক স্মৃতি আজিকে তোমার দেব।
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে এসেছি চরণে তব॥

সুভ্রা প্রেস, জঙ্গমবাড়ী, বারাণসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্তিস্থান—

স্বয়ম্ভাতি পুস্তকালয়

৪৩/১৭ নং সদানন্দ বাজার, বারাণসী।

মহেশ লাইব্রেরী

২/১ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi